ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-124 ■ 10 February, 2025 ■ আগরতলা ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৭ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অবশেষে পদত্যাগ বীরেনের

ইমফল, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) ।। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন নংথমবাম বীরেন সিং। আজ রবিবার বিকাল ৫.২০ মিনিটে রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লার কাছে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন। আজই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং। দিল্লি থেকে ফিরেই বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্রা, রাজ্যে তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ এবং বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে বিকাল পাঁচটা ২০ মিনিটে পৌঁছেন রাজভবনে। রাজভবনে গিয়ে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র রাজ্যপালের হাতে তুলে দিয়েছেন।

পদত্যাগ পত্রে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং আমার পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছি। মণিপুরের জনগণের সেবা করা সম্মানের বিষয়। প্রতিটি মণিপুরির স্বার্থ রক্ষার জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ, হস্তক্ষেপ, উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আপনার অফিসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ, একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। এগুলির মধ্যে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরছি :

'(১) হাজার বছরের বৈচিত্র্যময় সভ্যতার ইতিহাস সমৃদ্ধ মণিপুরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা, (২) সীমান্তে অনুপ্রবেশ দমন করা এবং অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়নের জন্য নীতি প্রণয়ন করা, (৩) মাদক এবং মাদক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া, (৪) কঠোরভাবে বায়োমেট্রিক প্রয়োগ করার পাশাপাশি এফএমআর-এর কঠোর এবং নির্বোধ-প্রমাণ সংশোধিত প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া এবং (৫) সীমাবদ্ধ সময় এবং দ্রুত সীমান্ত ব্যবস্থা যা চলছে। অনুগ্রহ করে আমার পদত্যাগ গ্রহণ করুন।'

এদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বিধানসভার একটি অ্যানিমেটেড স্থগিতাদেশ আরোপের সুপারিশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। তবে এ বিষয়টি অস্পষ্ট।

প্রসঙ্গত, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে পূর্ত দফতরের মন্ত্রী গোবিন্দদাস কনথুয়াম, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী থংগাম বিশ্বজিৎ এবং ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী এল সুশীন্দ্র মেইতেইকে সঙ্গে নিয়ে একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে দিল্লি গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। আজ তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে রাজ্যে ফিরেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২০২৩ সালের ৩ মে মণিপুর হাইকোর্ট মেইতেই সম্প্রদায়কে তফশিলি উপজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য রাজ্য সরকারকে এক নির্দেশ দিয়েছিল। এর প্রতিবাদে 'অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, মণিপুর'-এর উদ্যোগে ওইদিন (৩ মে ২০২৩) বিকালে মণিপুরের কয়েকটি উপজাতি সংগঠন 'সংহতি মিছিল'-এর আয়োজন করেছিল। ওই মিছিলের পর থেকে অশান্ত হয়ে পড়েছে মণিপুর। বেড়েছে জাতিগত সহিংসতার ঘটনা।

সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার দাবি তুলে বীরেন সিংকে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফার দাবি তুলেছিল বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। ইত্যবসরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৬শে নকশাল মুক্ত হবে ভারত ঃ শাহ

ছত্তিশগড়ে খতম ৩১ মাওবাদী শহীদ ২ জওয়ান, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় নকশাল-বিরোধী অভিযানে সুরক্ষা বাহিনীর বড়সড় সাফল্যে খুশি ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যেই নকশালমুক্ত হবে ভারত। রবিবার বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩১ জন মাওবাদী। এদিকে, নকশাল বিরোধী অভিযানে ২ জওয়ান শহীদ হয়েছেন। আরও ২ জওয়ান আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। উদ্ধার হয়েছে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

এই এনকাউন্টারের সাফল্য প্রসঙ্গে অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'ভারতকে নকশাল-মুক্ত করার লক্ষ্যে, ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে নিরাপত্তা বাহিনী বড় সাফল্য অর্জন করেছে। এই অভিযানে ৩১ জন নকশাল নিহত হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। আজ আমরা আমাদের দুই সাহসী সৈনিককেও হারিয়েছি, এই বীরদের কাছে এই দেশ চিরকাল ঋণী থাকবে। আমি শহীদদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমি আমার সংকল্প আবারও পুনর্ব্যক্ত করছি, ২০২৬ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিস্তল-কার্তুজ সহ মণিপুরের যুবক খোয়াইয়ে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৯ ফেব্রুয়ারি।। ৪টি পিস্তল ও প্রচুর কার্তুজ সহ খোয়াই সীমান্তে গ্রেফতার করা হয়েছে এক মনিপুরের যুবককে। খোয়াই সিঙ্গিছড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পিস্তল ও কার্তুজ পাচারের সময় ওই মণিপুরের যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম দাংশাওয়া মোলজি (২৫)। জানা যায়, আগরতলার কাস্টমস ডিভিশনের অফিসাররা তথ্য পান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিন্দুকেরা সব সময় সমস্যা সৃষ্টির চেষ্টায় থাকে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।

উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রকৌশলীদের রাজ্যের উন্নয়নের কান্ডারী হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সেচ, রাস্তা, সহ বিভিন্ন নির্মাণ কাজে নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা ভাবনা নিয়ে কাজ করার জন্য প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিন্দুকেরা সবসময়ই একটা না একটা সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টায় থাকে। কিছু দিন পর পর রাজ্যের কোনো না কোনো অংশে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। গণ্ডাছড়া, কুর্তি, কদমতলা প্রমুখ জায়গায় সৃষ্ট সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে কারো চাকরিক্ষেত্রে পার্বত্য এলাকায় বদলি হলেও ভয়ের কোনো ব্যাপার থাকে না। ত্রিপুরায় রাস্তাঘাট এখন অনেক উন্নত, যাতায়াতে কোনো সমস্যা হয় না। রেলপথ হোক কিংবা জাতীয় সড়ক, দুই ক্ষেত্রেই যাতায়াতে অনেকটা কম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসকদল মানুষকে টুপি পড়িয়ে রাখছে, কটাক্ষ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে ফের সরব রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী। রাজ্য সরকারকে একটা কমিশনের সরকার বলে ফের কটাক্ষ করেন তিনি। রবিবার আগরতলায় সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়ায় জীতেন্দ্র চৌধুরী শাসক দলের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। রাজ্যের শাসক দল মানুষকে টুপি পরিয়ে রাখছে বলে কটাক্ষ করলেন জীতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, চোখে ধুলো ছড়িয়ে বোকা বানানোর কাজে ব্যস্ত শাসক দল। মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্য মন্ত্রীদের কিছু করার নেই। এই কীর্তনই তাঁদের করে যেতে হবে। জীতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন, রাজ্য সরকার মানুষের বিশ্বাস ও আশা ভঙ্গ করেছে। তারা উন্নয়নের নামে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এখন তারা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে। কিন্তু মানুষ আর তাদের কথায় ভুলছে না। তারা সরকারের আসল চেহারা চিনে গেছে।রাজ্যের শাসক দলের দলীয় কোন্দলে যদু বংশের লড়াইয়ের ছায়া দেখছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী। জীতেন্দ্র চৌধুরী'র মতে এই কোন্দল গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত। শাসক দল বিজেপি'র নিজস্বতা বলে কিছুই নেই, এমনটাই মনে করছেন রাজ্যের বাম নেতা তথা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী। দিল্লী ভোটে গেরুয়া ঝড় আর তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি'র ফের ক্ষমতার অলিন্দে চলে আসা'কে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

রাজ্যে জল সংরক্ষনের উপর গুরুত্বারোপ করলেন কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। আজ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত স্টেট লেভেল নোডাল এজেন্সির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় পৌরহিত্য করেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অধিকাংশ নদী উত্তরদিকে বাহিত হয়। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও নদীর জল ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্টেট লেভেল নোডাল এজেন্সির মাধ্যমে রাজ্যের জনসংরক্ষণ সহ পুকুর খনন ও গাছের চারা রোপণের মত বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে বলে জানান কৃষি মন্ত্রী।

তিনি আরো বলেন, রাজ্যে একটা সময় ২৫০'র বেশি ঝর্ণা ছিল। তার মধ্যে হাতেগোনা কিছু ঝর্ণা চালু আছে। এখন বাকিগুলোর উৎস খুঁজে সেগুলো পুনরায় চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

কোটি টাকার নেশা সামগ্রী ভর্তি গাড়ি সহ আটক নেশাকারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বাগবাসা থানা এলাকায় একটি ম্যাক্স গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বাগবাসা নাকা পয়েন্টে একটি মেক্স গাড়িতে অভিযান চালিয়ে বাগবাসা থানার পুলিশ ৫ প্যাকেটে প্রায় ৫০ হাজার নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। আটক করা হয় এক নেশা কারবারীকে। তার নাম মোতালেক মিয়া, বাড়ি কাঠালিয়া সিপাহিজলা।

উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই জানান, বাগবাসা থানার পুলিশের কাছে খবর আসে চুরাইবাড়ি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে টিআর০১-ডি-২৪৯৫ নম্বরের একটি মহিন্দ্র ম্যাক্স গাড়ি নেশা সামগ্রী নিয়ে যাবে। সেই মোতাবেক বাগবাসা থানার অফিসার ইনচার্জ বাগবাসা নাকাতে উৎপাতে বসে থাকেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ গাড়িটি যখন বাগবাসা নাকা পয়েন্টের সামনে আসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং
২৭ মাঘ, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কর্মফলই চিরজীবী

জীবজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হইল মানুষ। যাহাজের মান এবং হুশ রহিয়াছে তাহারাই মানুষ। মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহাদের মধ্যে মান এবং হুশ নাই তাহাদের মানুষ বলিয়া গণ্য করাই কষ্টকর। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের উচিত জীবনে এমন কিছু কাজ করিয়া যাওয়া যাহা পরবর্তী প্রজন্ম তাহাকে স্মরণে রাখে। কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। দোষে গুণে ভরা মনুষ্য সমাজ। এই সমাজে যাহারা সমাজের জন্য কিছু করিয়া যান তাহারাই চিরজীবী হইয়া থাকেন। ইহাই চিরন্তন সত্য। সদ্‌গুরু বা সৎশাস্ত্রের সর্বপ্রাথমিক ইঙ্গিতই হইতেছে যে নর বা নারীরূপে মনুষ্যজন্ম লাভ করা সু-দুর্লভ। মনুষ্যত্বের প্রাণীরূপে জন্মের চাইতে মনুষ্যজন্ম লাভ করা নিশ্চয়ই তাহার অধিকারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ভগবান শঙ্করাচার্য এই বিষয়ে বলিতেছেন, “জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তির্হেতবে জন্মধারিতম্, আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসার কাম্যয়া।” ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথাই আবার এইভাবে বলিতেছেন, “দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক’রে ঈশ্বরলাভ যদি না হয় তো জন্মধারণ করাই বৃথা হইল।” মনুষ্যজন্মই হউক বা মনুষ্যেতর জন্মই হউক, শরীরধারণ করিলেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যএই ছয় রিপুর কম-বেশি অধীনতা না মানিয়া উপায় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনুষ্যজন্মে আমরা পাই বিভিন্ন নরনারীতে ন্যায় ও অন্যায়ের কম-বেশি বিবেক। এই বিবেক আরও জাগ্রত করবার সম্ভাবনা বিশেষ করিয়া মনুষ্যজন্মেই, সদ্‌গুরু ও সৎশাস্ত্র এই বিবেক উদ্রেকের প্রকৃত হাতিয়ার। তাই সৎসঙ্গের উপর জোর দিয়াছেন মহাপুরুষ বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। শাস্ত্রের চাইতে চেতনবান মানুষের সঙ্গের উপর আরও জোর দিয়াছেন শাস্ত্র বা গুরু নিজেই। নিজে পড়িয়া শাস্ত্রার্থ উদ্‌ঘাটন করা অতীব কঠিন অর্থাৎ এক প্রকার অসম্ভবই বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে“শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তবিভ্রমকারণম্” ইত্যাদি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, “পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল।” এখন কথা হইতেছে উপরোক্ত সূত্রটির মর্মার্থ যদি এইস্থানে আলোচিত হয় তো প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার স্বাধীন এবং নিজস্ব চিন্তাধারার একটা সুযোগ বা সুবিধা আসিবে যাহাতে এই আলোচনাটির যৌক্তিকতা কোনও একদেশী বা সাম্প্রদায়িক পর্যায়ভুক্ত হইল কিনা তাহার বিচার করিয়া দেখা যাইবে। প্রকৃত সত্য কখনই একদেশী বা সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না তাহা সর্বদেশী সর্বকালিক ও অসাম্প্রদায়িক। পড়া বলিতে বুঝিবকী গ্রন্থ পড়িতে বলিতেছেন? এখানে উপনিষদের কথায় আসিয়া পড়িলাম“দ্বে বিদ্যা পড়া চ অপরা।” অর্থাৎ পড়া বিদ্যা, অপরা বিদ্যা দুইটি বিদ্যা মনুষ্যকুলের সামনে খোলা আছে যাহা পড়িতে হইবে, জানিতে হইবে, অধিগত করিতে হইবে। অপরা বিদ্যার অন্তর্গত কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, শিক্ষা ইত্যাদি ছয় প্রকার যাহাদেরকে বেদাঙ্গও বলা হয়। আর পরাবিদ্যার অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা যাহাই আবার আত্মজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। এখন বেদ ও বেদাঙ্গ বলিয়া দুইটি ভাগের কথা আমরা পাই। বেদাঙ্গের কথা আমাদের বিষয় নহে, কারণ নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই সব গ্রন্থপাঠের কথা বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন বেদ অধ্যয়নের কথাই। এ দিকে আমরা দেখিতে পাই চারিটি বেদের ভিতর প্রত্যেকটির আবার দুইটি করিয়া ভাগ আছে, একটি হইতেছে কর্মকাণ্ড ও অপরটি হইতেছে জ্ঞানকাণ্ড তথা উপনিষদ ও অদ্বৈত বেদান্ত।

ইন্ডি জোট বলে আর কিছু নেই : অনিল ভিজ

আম্বালা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ। তাঁর মতে, ইন্ডি জোট বলে আর কিছু নেই। রবিবার হরিয়ানার আম্বালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিল ভিজ বলেছেন, ইন্ডি জোট বলে আর কিছু নেই। দিল্লিতে সবাই হেরেছে, জোটের সঙ্গীরা নিজেদের মিত্রদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক বক্তব্য রাখছে, এটাই ইন্ডি মডেল।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে অনিল ভিজ বলেছেন, ’এএপি নিজেদের ছদ্মবেশী করেছিল। তাঁরা ছিল সম্পূর্ণ অসৎ, নিজেদেরকে কট্টর সৎ হিসেবে দেখাত। তাঁদের গোপন রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।’

নারকেলডাঙায় অগ্নিকাণ্ডে স্থানীয়দের নিশানায় কাউন্সিলর, থানার সামনে ধরনা কাউন্সিলরের

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নারকেলডাঙায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয়দের একাংশের নিশানায় শাসকদলের কাউন্সিলর। স্থানীয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে ঝুপড়িতে গুদাম ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও সেই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কাউন্সিলর। রবিবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার সামনেই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও কাউন্সিলরের অনুগামীরা। স্থানীয় কাউন্সিলর শচীন সিং অনুগামীদের নিয়ে পৌঁছে যান একেবারে নারকেলডাঙা থানায়। সেখানেই ধরনায় বসে পড়েন। তাঁকে দেখে এলাকার বিরোধী গোষ্ঠী আবার পিছু ধাওয়া করে থানার সামনে পৌঁছয়। উল্লেখ্য, শনিবার রাতে নারকেলডাঙার বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় ২০টির বেশি ঝুপড়ি। রাত ১১টা নাগাদ আগুন লাগে বলে খবর।

জানা গেছে, একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বেশকিছু ঝুপড়ি গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করা হত। যাতে কাপড়, জুতো ইত্যাদি মজুত থাকত।

নিউটাউনে নাবালিকা খুনে ধৃত টোটো চালক, জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নিউ টাউনে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে এক টোটো চালককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। অভিযোগ, নাবালিকার যৌন হেনস্থা করেছে সে। তার পর তাঁকে খুন করে দেহ ফেলে দেয় জঙ্গলে। কীভাবে কিশোরীর সঙ্গে অভিযুক্তের পরিচয় ঘটল, তাঁরা আগে থেকে পরিচিত ছিলেন কি না, কেন কিশোরীকে খুন করা হল, জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পকসো আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার ১৬ বছরের কিশোরীর অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল নিউ টাউনের এক জঙ্গল এলাকা থেকে। রবিবার এই ঘটনায় অভিযুক্ত টোটোচালককে গ্রেফতার করল পুলিশ। কিশোরীর সঙ্গে কী ঘটেছিল জানার জন্য লোহার ব্রিজের আশপাশের এলাকার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। সেখান থেকেই অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়।

পরীক্ষার রণক্ষেত্র ছাড়িয়ে নব সংজ্ঞায়িত হচ্ছে পরীক্ষা যোদ্ধারা

আমাদের আঙুলের ছাপ থেকে আইরিস, আমাদের উপলব্ধি থেকে চিন্তায়, আমাদের প্রতিভা থেকে কৃতিত্বে- প্রকৃতি তার অসীম প্রজ্ঞায় প্রতিটি মানুষকে স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে। মানুষের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে এই গভীর সত্যটি আমাদের সমাজের সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে অবশ্যই এই স্বতন্ত্রতার প্রতিফলন হতে হবে। সমস্ত শিশুই নির্দিষ্ট সহজাত প্রতিভার অধিকারী। কেউ কেউ শিক্ষাগত উজ্জ্বলতায় ঝলমল করে, অনেকে সৃজনশীলতায়, অনেকে খেলাধুলায় আবার অনেকে পেশাদারী দক্ষতায়। এই স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিফলিত করে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, ’শিক্ষা হল মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে উপস্থিত পূর্ণতার প্রকাশ।

একজন শিশুর স্বাভাবিক প্রতিভাকে চিহ্নিত করা এবং সৃজনশীলভাবে তাকে তার পছন্দের একাডেমিক এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সাধনার সাথে যুক্ত করা আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। শিক্ষাবিদ এবং নীতিনির্ধারক হিসাবে আমাদের ভূমিকা হল একজন শিশুর অনন্য প্রতিভাকে লালন করা, যা তার নির্বাচিত সাধনায় শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যায়। আমরা কীভাবে প্রতিভাকে সংজ্ঞায়িত করি এবং লালন করি সে সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন চিহ্নিত করেছে জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০। এটি একটি দার্শনিক কাঠামো যা আমাদের প্রত্যেকটা সন্তানের মধ্যে বিদ্যমান স্বতন্ত্রতার সূক্ষ্ম রূপরেখাগুলিকে বাস্তবিক অর্থে বর্ণনা করতে পারে যা আমাদের দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখতে পারে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ সংস্কার বাস্তবায়ন করছি যাতে একটি শিশুর শিক্ষাযাত্রা সর্বদা পুলকে ভরা এবং স্মরণীয় হয়ে থাকে, পড়াশোনার সময় বা পরীক্ষার সময়কার কোনওরকম চাপ থেকে যেন দূরে থাকে। এই দৃষ্টিকোণটি বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষা ও গবেষণার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাগত সংস্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে বিদ্যমান। কয়েক বছর আগেও আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য বাল ভাটিকা বা খেলনাভিত্তিক শিক্ষা অনেক সংশয়কে আমন্ত্রণ জানাত। আজ, এনইপিকে ধন্যবাদ, এই উদ্ভাবনী পদ্ধতিগুলি প্রাথমিক শিক্ষায় বিপ্লব ঘটাচ্ছে, বইয়ের বোঝার বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে পড়াশুনাকে একটি আনন্দদায়ক উদ্যোগে পরিণত করছে। আমাদের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা এর মান্যতা দিয়েছে যে প্রতিটি শিশু তার স্বত:স্ফূর্ত প্রাকৃতিক প্রতিভা অনুযায়ী প্রস্ফুটিত হয়।

আমাদের ক্রেডিট ট্রান্সফার পলিসি যা একটি একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট স্থাপন করেছে, তা সামনে থেকে আরও একটি উদ্ভাবনী পদক্ষেপকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এটি একটা স্বীকৃতি যে জীবনের পথ সর্বদা রৈখিক নাও হতে পারে, হাতে পারে আঁকাবাঁকা এবং সেই শিক্ষা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন গতিতে ঘটতে পারে। শিক্ষার্থীদের প্রথাগত শিক্ষা বন্ধ হয়ে যেতে পারে; হয়তো একারণে যে একটি বিশেষ বিষয়ে আগ্রহ অনুসরণ করতে হচ্ছে, এবং এ বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাকে অর্জন করে তাদের পরিবারকে সহায়তা করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। যখন তারা আবার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরে আসে, তখন তাদের অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যগুলি কাজে আসে এবং এগুলি তাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাদের একাডেমিক রেকর্ডে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অভিযোজনযোগ্যতা প্রমাণ করে যে শেখার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত, মানুষকে তাদের জীবনের যে কোনও মুহূর্তে শেখার বাস্তুতন্ত্রে ফিরিয়ে আনতে পারে।

সরকার এমন একটি সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ঠ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যেখানে পরীক্ষার সাফল্য কখনই সামগ্রিক বিকাশকে ঢেকে দিয়ে, আমাদের যুবকদের মানসিক সুস্থতাকে হুমকির মুখে না ঠেলে দেয়। এই জটিল চ্যালেঞ্জটিকে উপলব্ধি করে, আমাদের সরকার পরীক্ষা সম্পর্কিত চাপ কাটিয়ে উঠার সহায়তা করার জন্য জাতীয় অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী ‘পরীক্ষা পে চর্চা’ পদক্ষেপ শিক্ষার্থী, পিতামাতা এবং শিক্ষাবিদদের কীভাবে মূল্যায়নের কাছে যেতে হবে তা রূপান্তর করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতির একটি নিদর্শন। শিক্ষার্থী, ও অভিভাবকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা পরীক্ষার উদ্বেগকে জাতীয় আলোচনায় পরিণত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বছরের পর বছর ধরে পরীক্ষাকে ঘিরে উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা করেছেন, যে পরীক্ষা সংবেদনশীল মনের উপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি করে থাকে। নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহারিক পরামর্শগুলো পরীক্ষার্থীরা ভালোভাবে গ্রহণ করেছে, যাতে তারা নির্ঝঞ্ঝাট ও চাপমুক্ত হয়ে পরীক্ষায় সর্বোত্তম উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে পারে। সত্যিকারের একজন নেতৃত্বের উদাহরণ হিসেবে, আমরা ভারতীয়দের ভবিষ্যত প্রজন্মকে লালন করার জন্য একজন দূরদর্শী নেতার ঐকান্তিকতাকে প্রত্যক্ষ করছি যিনি দেশ গঠনে ভূমিকা রাখছেন এবং অগ্রগতির দিকে জাতির অদম্য যাত্রাকে নিশ্চিত করছেন।

অভিভাবক এবং নাগরিক সমাজ এই রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। মানসিক স্বাস্থ্য এবং সহায়ক শিক্ষার পরিবেশের জটিল গুরুত্বসমূহ তুলে ধরার ক্ষেত্রে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠান রূপান্তরকারী হয়ে উঠেছে। এটি এমন একটি মানসিক প্রস্তুতি যা কেবল দশম এবং দ্বাদশ বোর্ড নয়, শ্রেণিকক্ষের এবং সমস্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বত্র বিস্তৃত এবং পরিব্যাপ্ত করা দরকার। শেখার সমস্ত পর্যায় থেকে পরীক্ষার চাপ, উদ্বেগকে দূর করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, “একজন শিশুকে আপনার নিজের শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করবেন না, কারণ সে অন্য সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে।” শিক্ষাগত পরিবর্তনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ এবং পরিচালিত। শিক্ষায় উদ্বেগ অনিবার্য এই ধারণাটি বোঝার উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োজন যে লালনপালনের পরিবেশে প্রকৃত শিক্ষার বিকাশ হয়। যখন সমাজ, শিক্ষাবিদ এবং পরিবার মিলে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে একসাথে কাজ করে তখনই শিক্ষার্থীরা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে, এবং এক্ষেত্রে সাফল্যও আসে। শ্রেণিকক্ষ থেকে খেলার মাঠ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গবেষণাগার পর্যন্ত আমাদের অবশ্যই এমন একটা পরিসর তৈরি করতে হবে যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভা তাদের স্ফুলিঙ্গের খোঁজ পেতে পারে এবং বিকশিত হতে পারে। প্রথাগত একই আকারের উপযুক্ত সমস্ত পদ্ধতি আরও সূক্ষ্ম, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার পথ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে যা স্বতন্ত্র সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয় এবং লালন করে।

ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

আমরা যখন বিকশিত ভারতের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছি, তখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় রূপান্তরের মূল ভিত্তিপ্রস্তর হয়ে উঠছে। আমরা স্বীকার করি যে প্রত্যেক দক্ষদের যোগ্যতা রয়েছে, প্রতিটি যাত্রার মূল্য রয়েছে এবং প্রত্যেক শিশুর শ্রেষ্ঠত্বের অনন্য পথ আবিষ্কার করার অধিকার রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাদের প্রতিপালন করার মাধ্যমেই আসলে, আমরা আমাদের সমাজের বুননকে শক্তিশালী করে চলেছি এবং সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের জাতির ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলছি। আজ, আমি আমাদের মহান জাতির সমস্ত পিতামাতা, শিক্ষক এবং নাগরিকদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি। শিক্ষার রূপান্তর নিছক একটি সরকারি উদ্যোগ নয় --- এটি একটি জাতীয় মিশন যা আমাদের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে ভাগ করে নেওয়ার দাবি করে। আমরা আমাদের এই লক্ষ্য তখনই অর্জন করব যখন সরকার ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব আমাদের নীতি ও কর্মকাণ্ডকে নির্ধারণ করবে।

আমাদের শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তারা তাদের অনন্য প্রতিভা নিয়ে প্রস্ফুটিত হবে এবং দেশকে গর্বিত করবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। আমরা মনে করি, প্রত্যেক শিশুর অনন্যতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভারতের ভবিষ্যতের অনন্যতা। চাপমুক্ত শিক্ষা আমাদের অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনন্য অবদানকে শানিত করার মূল চাবিকাঠি হবে।

ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের হুমকিতে উদ্বিগ্ন ভারত ?

সৌতিক বিশ্বাস ও নিখিল ইনামদার

ভারত গত সপ্তাহে মোটর সাইকেলের আমদানি শুল্ক কমিয়ে দিয়েছে। ১৬০০ সিসির বেশি ইঞ্জিনের হেভিওয়েট মোটর সাইকেলের ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ছোট মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে ওই শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে। ভারতের বাজারে আমেরিকান হার্লে ডেভিডসন মোটর সাইকেলের প্রবেশের বিষয়টাকে আরও মসৃণ করার জন্য এটা একটা আগাম পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, দিল্লি আশা করছে এই সাম্প্রতিক পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শুল্ক সংক্রান্ত কোনও যেকোনো রকম হুমকি এড়াতে সাহায্য করবে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাইজে ফিরেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রতিবেশী দেশ ও মিত্রদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী চিনের বিরুদ্ধে কড়া বাণিজ্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই প্রত্যাবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন তিনি। এই খেলায় ভারতের আশা, তারা কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু ভারতের দিক থেকে আমদানি শুল্ক হ্রাসের এই সিদ্ধান্ত কি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করবে বা তার বাণিজ্য সংক্রান্ত পদক্ষেপকে প্রভাবিত করতে পারবে? দিল্লি-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (জিটিআরআই) প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তবকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছেন, ‘কানাডা এবং মেক্সিকো আক্ষরিক অর্থেই যুক্তরাষ্ট্রের দুই অঙ্গ। তিনি (ডোনাল্ড ট্রাম্প) যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন, তাহলে সহজেই ভারতের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারেন।’ প্রসঙ্গত, গত মাসের শেষের দিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর টেলিফোনে কথা হয়েছিল। কথোপকথনের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও বেশি পরিমাণে অস্ত্র কেনার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। ন্যায্য বাণিজ্য ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়েও ভারতের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছিলেন। প্রসঙ্গত, প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম মেয়াদে মি. ট্রাম্প ভারতের ওপর চড়া শুল্ক আরোপ করেছিলেন। সেই সময় হার্লে ডেভিডসনের ওপর ১০০ শতাংশ আমদানি শুল্ককে ‘গ্রহণযোগ্য নয়’ বলে ভারতের নিন্দা করেছিলেন। “অন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন” বলতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যা মনে করেন, সেই সমস্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করেছেন তিনি। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তাকে বারবার ভারতের প্রসঙ্গ টেনে আনতেও দেখা গিয়েছে। অতীতে এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি ভারতকে “শুল্কের রাজা” বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। দুই দেশের মাঝে যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, ভারত সেই সম্পর্কের ’বড় অপব্যবহারকারী’ বলেও মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল তাকে।

বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন

ভারত তার শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ভোগ করে। ২০২৩ সালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ১৯০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। ২০১৮ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের পণ্যদ্রব্য রফতানি ৪০ শতাংশ বেড়ে ১২৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পরিষেবা সংক্রান্ত বাণিজ্য ২২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রফতানির পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে ৭০ বিলিয়ন ডলারে।

এদিকে, মোটরসাইকেলের পাশাপাশি একাধিক ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক কমিয়ে দিয়েছে ভারত। স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে ওই শুল্ক কমিয়ে শূন্য করে দেওয়া হয়েছে। ভারত এই আমদানি শুল্ক শূন্য করে দেওয়ার ফলে সেই মার্কিন রফতানিকারকরা উপকৃত হয়েছেন যারা ভারতে ২০২৩ সালে নয় কোটি ২০ লাখ ডলার মূল্যের স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড ইনস্টলেশন সরবরাহ করেছিলেন।

এছাড়াও সিনথেটিক ফ্লেভারিং এসেন্সের ওপর শুল্ক ১০০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে (গত বছর এই যুক্তরাষ্ট্রের তরফে রফতানির পরিমাণ ছিল ২১০ লক্ষ ডলার ছিল)। জলজ ফিডের জন্য মাছের হাইড্রোলাইজেটের শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশতে নামিয়ে আনা হয়েছে (২০২৪ সালে এই খাতে যুক্তরাষ্ট্রের তরফে রফতানির পরিমাণ ছিল ৩৫০ লাখ ডলার)। নির্বাচিত বর্জ্য এবং স্ক্র্যাপ আইটেমগুলোর ওপরেও শুল্ক তুলে দিয়েছে ভারত। এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে গত বছর ভারতে মার্কিন রফতানির পরিমাণ ছিল ২৫০ কোটি ডলার।

এদিকে ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে যে জিনিস আমদানি করা হয়েছিল সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছে, অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য (১৪০০ কোটি ডলার), লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস বা এলএনজি, কয়লা, মেডিকেল ডিভাইস, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, মেটাল (ফেলে দেওয়া ধাতব পদার্থ), টার্বোজেট, কম্পিউটার এবং বাদাম। মি. শ্রীবাস্তবের মতে, ‘ট্রাম্প ভারতের শুল্ক নীতির সমালোচনা করলেও, সাম্প্রতিক সময়ে (ভারতের পক্ষ থেকে) শুল্ক কমানোর যে পদক্ষেপ দেখা গিয়েছে, সেটা নীতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এটা বিভিন্ন খাতে মার্কিন রফতানি বাড়িয়ে তুলতে পারে। ‘প্রযুক্তি, অটোমোবাইল, শিল্প ও বর্জ্য আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের সাথে সাথে ভারত বাণিজ্যকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে যদিও বিশ্বস্তরে বাণিজ্যিক পরিবেশ কিন্তু এখনও উত্তেজনার পরিস্থিতি অব্যাহত আছে।’

এদিকে, রফতানিকারক দেশ হিসেবে ভারতের পরিসর বেশ বিস্তৃত। বস্ত্র, ওষুধ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য থেকে শুরু করে পেট্রোলিয়াম তেল, যন্ত্রপাতি এবং কাটিং করা হীরা- অনেক কিছুই ভারত থেকে রফতানি করা হয়।

শুধু তাই নয়, স্মার্টফোন, অটো পার্টস, চিংড়ি, সোনার গয়না, জুতো এবং লোহা ও ইস্পাত সরবরাহ করে ভারত বিশ্ব বাণিজ্যে নিজেকে একটা মূল খেলোয়াড় হিসেবে তুলে ধরেছে। মি. শ্রীবাস্তব বলেছেন, ‘এই বৈচিত্র্যময় পণ্যের পরিসর ভারতের বিস্তৃত রফতানি ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে (ভারতের) শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্ককেও প্রতিফলিত করে।’

‘একসময় বিশ্বের সবচেয়ে সংরক্ষণবাদী অর্থনীতির দেশ ছিল ভারত। ১৯৭০ এর দশকে, আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ গ্রিকো একে (ভারতকে) - সবচেয়ে সীমাবদ্ধ, জটিল... বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন।’

এই “অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির” কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের রফতানির ক্ষেত্রে সুস্থিত হ্রাস প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ভারতের রফতানি ২.৪২ শতাংশে থেকে কমে ১৯৯১ সালের মধ্যে। দাঁড়িয়েছিল মাত্র ০.৫১ শতাংশে।

“গ্লোবালাইজিং ইন্ডিয়া: হাও গ্লোবাল রুলস অ্যান্ড মার্কেটস আর শেপিং ইন্ডিয়াস রাইজ টু পাওয়ার” বইয়ের লেখিকা অসীমা সিনার মতে, ‘এই সময়টা স্বচালিত শিল্পায়ন অভিযান, রফতানি নৈরাশ্যবাদ এবং বৈশ্বিক জোটের প্রতি সন্দেহের দ্বারা পরিচালিত ছিল। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির বদল হয় ১৯৯০ এবং ২০০০ এর দশকে। ১৯৯০ সালে যে গড় আমদানি শুল্ক ৮০ শতাংশ ছিল সেটি ২০০৮ সালে ১৩ শতাংশে দাঁড়ায়।

এদিকে, ভারতে উৎপাদন বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী “মেক ইন ইন্ডিয়া” নীতি চালু করেন। তারপর থেকে শুল্ক আবার বেড়ে ১৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই অঙ্কটা কিন্তু চিন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ ধর মনে করেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার “আমেরিকা ফার্স্ট” নীতির উপর ভিত্তি করে উচ্চ আমদানি করের বিরুদ্ধে “পাল্টা ব্যবস্থা” নিতে চান। একইসঙ্গে বড় আকারের মার্কিন ঘাটতি রোখার জন্য বাণিজ্য পুনর্মূল্যায়নও করতে চান। তার এই “আমেরিকা ফার্স্ট” নীতির নিশানায় রয়েছে ভারত। মি. ধরের মতে, কৃষি বাজারে প্রবেশাধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে রয়ে গিয়েছে। ভারত ২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি বাদাম, আপেল, ছোলা, মসুর ডাল এবং আখরোটের ওপর শুল্ক বাদ দিয়েছে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্ভবত সম্ভবত আরও বেশি দাবি করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কৃষিকে ঘিরে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে ভারত এই বিষয়ে অনড় থাকতে পারে বলেও অনুমান করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে মি. ধর সতর্কতার সুরে বলেছেন, ‘ঠিক এখানেই আমরা কঠোর দর কষাকষি করব, এবং সেটা নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিনের কথা মাথায় রাখলে দুই দেশের এই আসন্ন সংঘাত কমানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত সম্পর্ক।

এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশ্বজিৎ ধর সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনথিভুক্ত ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, ভারতের তরফে এই মার্কিন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার ইচ্ছাটা কিন্তু একটা ইতিবাচক সংকেত পাঠিয়েছে। পাশাপাশি, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ককের কারণেও কিছুটা সুবিধা মিলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণে চলতি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হোয়াইট হাউস সফরে যাওয়ার পর এই বিষয়ে কিছুটা স্পষ্টতা আসবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ডাক্তার পড়ুয়াদের সদা জাগ্রত থাকতে পরামর্শ, অভয়ার পুনরাবৃত্তি রুখতেই

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবনের কনফারেন্স হলে রবিবার অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে চিকিৎসক সম্মেলন হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল স্টুডেন্টস কনফারেন্স শীর্ষক অনুষ্ঠানে আর জি করের ঘটনা নিয়ে সরব হন ভবিষ্যতের চিকিৎসকরা। আরজিকর থেকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যে সমস্ত দুর্নীতির আখড়া হয়ে পড়েছে তার মোকাবিলা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনার রূপরেখা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের প্রায় পাঁচ শতাধিক ডাক্তারি পাঠরত পড়ুয়ারা। শাসকদলের থ্রেট কালচার নয়, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই আগামীদিনে পথ চলার অঙ্গীকার সংক্রান্ত এক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। এর ভিত্তিতেই সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তারী ছাত্র ছাত্রীদের সদা জাগ্রত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে কোনওরকম আপোস নয়। কল্যাণী এইমসের অধিকর্তা ডা. রামজী সিং প্রধান বক্তার ভাষণে বর্তমান মেডিক্যাল পড়ুয়াদের সঙ্গে এনিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ড. তাপস চ্যাটার্জি, ডা. রাজা ধর প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক - জাতীয়তাবাদী সংগঠন মেডিভিশন। এই সংগঠনের আহ্বায়ক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে জানান, মেডিক্যাল চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়ে আগামীর ভিশন স্থির করতে এমনতর উদ্যোগ। আরজিকরের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে সচেষ্ট হবে তাদের এই প্রয়াস। অভয়ার জন্মদিনেই তাদের শপথ।

অভয়ার জন্মদিনে মৃত্যু ঋণ শোধের শপথ, ধুবুলিয়াতে আর জি করের নির্য্যাতিতাকে স্মরণ

ধুবুলিয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): আর জি করের নির্য্যাতিতা অভয়ার জন্মদিনে মৃত্যু ঋণ শোধের শপথ নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন নদীয়া জেলার ধুবুলিয়া রেলস্টেশন লাগোয়া রেলবাজারে।

শপথ সভায় ধুবুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সমাজমনস্ক মানুষের ও তাদের সম্মিলিত একাধিক সংগঠন উপস্থিত ছিল। অভয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, দ্রোহের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সুবিচারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করা হয়েছে। যতদিন না প্রকৃত বিচার মেলে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয় অভয়া মঞ্চের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপনের লড়াই চলবে বলে জানানো হয়।

এদিনের সভায় কালো ব্যাচ পরে দ্রোহের প্রদীপ হাতে শপথের সঙ্গীত, পথচলতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কথায় - কবিতায় ও প্রতিবাদী গানের মাধ্যমে সভা মুখরিত হয়েছে। সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন বাচিক শিল্পী শুক্লা বসু, সাহিত্যিক শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, সমাজসেবী প্রদীপ বিশ্বাস, গৌতম সরকার, আইনজীবি লিয়াকত প্রমুখ।

উল্লেখ্য, দ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে রাখার সম্মিলিত শপথের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বাঁকুড়ার হাতি উপদ্রুত এলাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে বিশেষ ব্যবস্থা

বাঁকুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার শুরু মাধ্যমিক। বাঁকুড়ার হাতি উপদ্রুত এলাকায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে বন বিভাগ। বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের বড়জোড়া বেলিয়াতোড়, গঙ্গাজলঘাটি ও সোনামুখী রেঞ্জের জঙ্গলে হাতির একটি বিশাল দল ঘাঁটি গেড়েছে। বড়জোড়া বেলিয়াতোড় এলাকায় ৬৩টি বুনো দাঁতাল অবস্থান করছে। পাশাপাশি ৪টি দলছুট হাতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গঙ্গাজলঘাটি ও সোনামুখী রেঞ্জ এলাকায়। এই অবস্থায় হাতি উপদ্রুত জঙ্গল এলাকার গ্রামগুলি থেকে পরীক্ষার্থীরা কীভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছবে সেই চিন্তায় অভিভাবকরা আশঙ্কিত রয়েছেন বেশ কিছুদিন ধরে।

এ নিয়ে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের ডিএফও ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেছেন বড়জোড়ার বিধায়ক। তিনি বলেন, তাঁর বিধানসভার অধিকাংশ গ্রামগুলি হাতিদের বিচরণ ক্ষেত্রের মধ্যে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে এবং পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরতে পারে তার সুব্যবস্থা বন দফতরকেই করতে হবে।

ডিএফও জানিয়েছেন, বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের জঙ্গল লাগোয়া গ্রাম গুলি থেকে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া এবং আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও আমাদের বিশেষ যান ঐরাবত পুরো এলাকায় নজরদারি চালাবে। পাশাপাশি জঙ্গলের ভিতরের রাস্তা গুলিতে তাদের বিশেষ টহলদারি টিম এবং হুলাপার্টির কর্মীরা এলাকা তদারকি করবে যাতে পরীক্ষার্থীরা কোনও অসুবিধায় না পড়ে। বন দফতর থেকে জানানো হয়েছে, পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য হাতে সময় নিয়ে বেরোতে হবে। বিধায়ক বলেন, বন দফতর ছাড়াও দলীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মোটরবাইক নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

প্রতি গ্রামে যেমন তারা প্রস্তুত থাকবে, তেমনই বিভিন্ন মোড়ে এবং পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতেও বিধায়কের স্বেচ্ছাসেবী টিম মোতায়েন থাকবে সহযোগিতার জন্য।

এএপি-কে পরাজিত করতে সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেছে কংগ্রেস : আমানাতুল্লাহ খান

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেসের সমালোচনায় সরব হলেন আম আদমি পার্টির জয়ী প্রার্থী আমানাতুল্লাহ খান। তাঁর মতে, আম আদমি পার্টিকে (এএপি) পরাজিত করতে সমস্ত শক্তি ব্যবহার করেছে কংগ্রেস। ওখলা বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন আমানাতুল্লাহ খান, তিনি জিতে মান রেখেছেন।

রবিবার আমানতুল্লাহ খান বলেছেন, 'কংগ্রেসের থেকে উপকৃত হয়েছে বিজেপি। কংগ্রেস এবং এআইএমআইএম জয়ের জন্য লড়াই করেনি, তারা কেবল এএপিকে হারাতে চেয়েছিল। এএপি-এর পরাজয়ে তাঁদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এএপি-কে পরাজিত করতে কংগ্রেস সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে।'

১৪ বছর পর শ্রীলঙ্কায় সিরিজ জয় অস্ট্রেলিয়ার

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রবিবার গলে শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করে ১৪ বছর পর সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া।দ্বিতীয় টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ৯ উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়া। দুই ম্যাচের সিরিজ সফরকারীরা জিতল ২-০তে।

স্টিভেন স্মিথের নেতৃত্বে দারুণ এক সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া। শুধু নেতৃত্বেই নয়, সেই জয়ে স্মিথ দুই টেস্টে দুটি সেঞ্চুরি করে ম্যান অব দা সিরিজ হয়েছেন। তাছাড়া রিকি পন্টিংকে (১৯৬) ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার সফলতম ফিল্ডার হয়েছেন তিনি। সিরিজের শেষ দিনে কুসাল মেন্ডিসের ক্যাচ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম (নন-কিপার) ফিল্ডার হিসেবে ২০০ ক্যাচের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন তিনি।

চতুর্থ দিনে ৮ উইকেটে ২১১ রান নিয়ে দিন শুরু করে শ্রী লংকা ৬ ওভার ব্যাট করে করেছে আর ২০ রান। ৫০রান করেছেন কুসাল মেন্ডিস। লায়ন ও কুনেমানের নেন চারটি করে উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ছিল মাত্র ৭৫ রান। লক্ষ্য ছুঁতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে হয়েছে ট্রাভিস হেড এর উইকেট। তিনি ২৩ বলে ২০ রান করেন। এরপর উসমান খাওয়াজা ও মার্নাস লাবুশেন দ্রুতই শেষ করে দেন ম্যাচ।

আজ নিজের শততম টেস্টে করুনারাত্নে বিদায় জানালেন টেস্ট ক্রিকেটকে। ব্যাট হাতে তিনি করেছেন ৩৬ ও ২৪ রান। কিন্তু তার বিদায়টা স্মরণীয় হয়ে থাকল না দলের এমন পরাজয়ে।

ম্যান অব দা ম্যাচ হয়েছেন অ্যালেক্স কেয়ারি। আর ম্যান অব দা সিরিজ হয়েছেন স্টিভেন স্মিথ।

দীপ্তি শর্মা ইউপি ওয়ারিয়রের অধিনায়ক হলেন

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া মহিলা প্রিমিয়ার লিগ ২০২৫ মসুমের জন্য ইউপি ওয়ারিয়রের অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত হলেন ভারতের আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় দীপ্তি শর্মা।

২৭ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলির কাছ থেকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নেবেন, যিনি বারবার পায়ের চোটের কারণে এই সংস্করণ থেকে ছিটকে পড়েছিলেন।

উদ্বোধনী নিলামে ওয়ারিয়র্স দীপ্তিকে ২.৬০ কোটি টাকায় কিনেছে। ২০২৩ মরসুমে, তিনি নয়টি উইকেট নেন এবং ব্যাট হাতে ৯০ রান করেন। গত মরসুমে, ২৯৫ রান করেছিলেন - যা পঞ্চম সর্বোচ্চ রান - এবং ১০ উইকেট নিয়েছিলেন।

এই অফ-ব্রেক বোলারকে ভারতের সতীর্থ স্মৃতি মান্ধানা এবং রিচা ঘোষের সঙ্গে আইসিসির ২০২৪ সালের বর্ষসেরা মহিলা টি-টোয়েন্টি দলেও স্থান দেওয়া হয়েছিল।

পুণের আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আগুন, প্রাণ হারালেন এক মহিলা

পুণে, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণের কোন্ধওয়ার এনআইবিএম রোডে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি আবাসিক ভবনে। রবিবার ওই আবাসনে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। এই অগ্নিকাণ্ডে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন আরও একজন। পুণে দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই পৌঁছে যায় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। দু'জন আহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অভয়ার জন্মদিনে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান, স্মৃতিতর্পণ করলেন সুকান্ত মজুমদার

প্রয়াগরাজ, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক অভয়ার জন্মদিনে প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত মজুমদার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, "অভয়া" বোনের জন্মদিন উপলক্ষে প্রয়াগরাজে সপরিবার পুণ্যস্নানের পর তাঁর উদ্দেশ্যে স্মৃতি তর্পণ করলাম।

সুকান্ত আরও জানান, একইসঙ্গে অভয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার দুই কন্যার সঙ্গে একটি বৃক্ষরোপণও করলাম। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে অভয়া বোনের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি। অভয়ার জন্মদিনে তাঁর শোকসন্তপ্ত বাবা-মাকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, ন্যায় বিচারের জন্য আমাদের লড়াই চলতে থাকবে।

অভয়া ক্লিনিকে রোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো চারাগাছ

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ৩২ বছরের জন্মদিন পালন করা হলো চোখের জলে। আর জি কর হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় নিহত চিকিৎসকের ন্যায় বিচারের দাবিতে শুরু হয়েছে অভয়া ক্লিনিক। জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট নাটাগড় মহেন্দ্র নগর এবং পার্থপুর বাজার মোড়ে অভয়া ক্লিনিক করে। রোগীদের পবিষেবা দেন একাধিক চিকিৎসক।

বহু রোগী আসেন অভয়া ক্লিনিকে। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান তাঁরা। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় চারাগাছ। উল্লেখ্য, রবিবার আর জি কর-কাণ্ডের ৬ মাস পূর্ণ হল। ঘটনাচক্রে রবিবারই অভয়ার জন্মদিন। জীবিত থাকলে তিনি এদিন ৩২ বছরে পদার্পণ করতেন।

এএপি-কে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেন দিল্লির জনসাধারণ : কৈলাশ গেহলট

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে আবারও সরব হলেন বিজেপি নেতা কৈলাশ গেহলট। তাঁর কথায়, এএপি-কে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেন দিল্লির জনসাধারণ। দিল্লির বিজওয়াসান আসনে জিতেছেন কৈলাশ গেহলট। তিনি রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'দিল্লিবাসীর মধ্যে আনন্দের পরিবেশ রয়েছে। এএপি জনগণকে যেভাবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, দিল্লির মানুষ তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা দিল্লিতে খুব ভালো কাজ করব।'

সোমবার মহাকুম্ভে যাবেন রাষ্ট্রপতি, পুণ্যস্নান করবেন ত্রিবেণী সঙ্গমে

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে যাবেন, ওই দিন ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পাশাপাশি, প্রয়াগরাজের অক্ষয়বট এবং হনুমান মন্দিরও পরিদর্শন করবেন রাষ্ট্রপতি। তিনি ডিজিটাল মহাকুম্ভ এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মহাকুম্ভের গভীরতা অন্বেষণ করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। রাষ্ট্রপতির এই সফরের প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হচ্ছে।

বিজেপির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এএপি : অতিশী মারলেনা

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিনই, অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছিলেন, গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে আম আদমি পার্টি। আর রবিবার এএপি নেত্রী তথা কালকাজি আসনের বিধায়ক অতিশী বলেছেন, বিজেপির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এএপি।

রবিবার অতিশী বলেছেন, 'বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে, ২,৫০০ টাকার স্কিম পাস করা হবে এবং ৮ মার্চের মধ্যে দিল্লির সমস্ত মহিলাদের অ্যাকাউন্টে ২,৫০০ টাকা জমা দেওয়া হবে। এএপি এক্ষেত্রে বিজেপির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং দিল্লির প্রতিটি মহিলা যাতে বিজেপির কাছ থেকে এই ২,৫০০ টাকা পান তা নিশ্চিত করবে।'

অতিশী আরও বলেছেন, 'আমরা এটাও নিশ্চিত করব, এএপি গত ১০ বছরে যে কাজ করেছে তা বিজেপি যেন বন্ধ না করে। আমরা বিজেপিকে বলতে চাই, তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সমস্ত দিল্লিবাসী কেবল বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবে না, তারা ৩০০ ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পাবে, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে, সরকারি স্কুলগুলি ভাল থাকবে, মহল্লা ক্লিনিকগুলিতে বিনামূল্যে চিকিৎসা চলবে, সরকারি হাসপাতালে সমস্ত চিকিৎসা চলবে, এসব ক্ষেত্রেও বিজেপির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এএপি।'

বাঁকুড়ায় ছুটির দিনে যুবকের তাণ্ডব, ব্লেডের আঘাতে জখম অনেকেই

বাঁকুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাঁকুড়ায় ছুটির দিনে নেশাগ্রস্ত এক যুবকের তাণ্ডবে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। বাঁকুড়া শহরে ওই যুবকের বিরুদ্ধে ব্লেড চালিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার দুপুরে মাচানতলা সংলগ্ন এলাকায় এসে হাঙ্গামা বাঁধায় ওই নেশাগ্রস্ত যুবক। প্রথমে সে এক ফুটপাতের দোকানির কাছ থেকে চারটি জামা ফ্রিতে দাবি করতে থাকে। কিন্তু, স্বাভাবিকভাবেই তাতে ওই ব্যবসায়ী রাজি না হওয়ায়, আচমকাই তাঁর উপর ব্লেড চালিয়ে দেয় অভিযুক্ত যুবক।

তাঁর চিৎকারে দ্রুত আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে ব্লেড নিয়ে তাঁদের উপরও চড়াও হয় অভিযুক্ত। ব্লেডের আঘাতে জখম হন আরও কয়েকজন। চিৎকার, চেঁচামেচির শব্দ শুনে সদর ট্রাফিক অফিস থেকে ছুটে আসে সিভিক ভলান্টিয়ার ও হোম গার্ডেরা। তাঁদের দেখতে পেয়েই বিপদ বুঝে নিজের গলাতেও ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই যুবক। যদিও তার সেই চেষ্টা সফল হয়নি। সিভিক ভলান্টিয়ার ও হোম গার্ডেরা নেশাগ্রস্ত যুবককে পাকড়াও করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত নেশাগ্রস্ত যুবকের বাড়ি বাঁকুড়া শহরের ইদগা এলাকায়।

সোমবার শুরু মাদ্রাসা পরীক্ষা, চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে মাদ্রাসা পরীক্ষা। পরীক্ষা চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৫,০০৪ জন। মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২০৬টি। এই বছর হাই মাদ্রাসায় ৪৭,৩৭৬ জন, আলিম পরীক্ষায় ১২,৫০৩ ও ফাজিল পরীক্ষায় ৫,১২৫ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। সংখ্যা ১৫,৫৬৩ জন।।প্রসঙ্গত, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাদ্রাসা পরীক্ষাও।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হবে দিল্লিতে : হেমা মালিনী

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিপুল উন্নয়নমূলক কাজ হবে দিল্লিতে। জোর দিয়ে বললেন প্রবীণ অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। রবিবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ে আনন্দ ব্যক্ত করে হেমা মালিনী বলেছেন, আমাদের দল ২৭ বছর পর দিল্লিতে জিতেছে, আমি তাতে ভীষণ খুশি। এতে বোঝা যাচ্ছে, জনগণ দীর্ঘ দিন ধরেই পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন। জনসাধারণ বিকশিত দিল্লি চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হবে দিল্লিতে।

শীতকালীন এশিয়ান গেমসে প্রথম জয় পেল ভারতীয় পুরুষ আইস হকি দল

হারবিন, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শীতকালীন এশিয়ান গেমসে অভিষেকেই দুটি শোচনীয় পরাজয়ের পর, ভারতীয় পুরুষ আইস হকি দল রবিবার হারবিন আইস হকি এরিনায় চীনের ম্যাকাওকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ঐতিহাসিক জয় অর্জন করেছে।

ভারতের হয়ে সেরিং আংদুস, সেরিং আংচুক, মোহাম্মদ ইসমাইল এবং মোহাম্মদ আলী বাবা একটি করে গোল করেন এবং চীনের ম্যাকাওয়ের হয়ে এডিসন পাক হেই সো দুটি গোল করেন। এই জয়ের পর, ভারত তিন পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ সি-তে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

রাজ্যপালকে দিলেন ইস্তফাপত্র, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ বীরেন সিংয়ের

ইম্ফল, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এন বীরেন সিং। রবিবার ইম্ফলের রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লার কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন বীরেন সিং। হিংসা থামাতে ব্যর্থ হয়ে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এন বীরেন সিং, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

প্রায় বছর দুয়েক আগে রাজ্যে যে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, তা এখনও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। সেজন্য দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ইস্তফার দাবি তুলে আসছিলেন বিরোধীরা। যদিও সেই পথে হাঁটেননি বীরেন।

বাঁকুড়ায় বাড়লো মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

বাঁকুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোমবার শুরু মাধ্যমিক। এবার বাঁকুড়া জেলায় ৪৮ হাজার ৪৭৬ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ২০২৪ সালের তুলনায় এবছর ২৩৯৩ জন পরীক্ষার্থী বেশি। জেলায় এবারও মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক অনেক বেশি। জেলায় এবার ২১ হাজার ৯৪৫ জন ছাত্র ও ২৬ হাজার ৫৩১ জন ছাত্রী পরীক্ষায় বসছে।

জেলার ১১৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। জেলার তিনটি মহকুমা বাঁকুড়া সদর, খাতড়া ও বিষ্ণুপুরে পুরুষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৩২৮, ৬৭৩৯ ও ৫৮৭৮ জন। আর মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৩৯৮, ৮০৯০ এবং ৭০৪৩ জন।

এই পরীক্ষা সার্বিকভাবে সফল করে তুলতে জেলায় জোর প্রস্তুতি। বাঁকুড়া জেলা বাস মালিক কল্যান সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে পরীক্ষার্থীদের থেকে কোনও ভাড়া নেওয়া হবে না।

রবিবার আগরতলায় একটি রেস্টুরেন্টের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পালংশাক

পালংশাকে থাকা বিভিন্ন ভিটামিন ক্যালসিয়াম, লৌহ শরীরের জন্য উপকারী।'পোপাই-দ্য সেইলর ম্যান' কার্টুনটার কথা মনে আছে? ওই যে কৌটা থেকে কি যেন একটা খেয়ে অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে যেত ছোট খাট রোগা ধরনের লোকটা? তার কৌটার গায়ে লেখা থাকত 'স্পিনাচ' যার বাংলা হল পালংশাক, খাবার টেবিলে যেটা দেখলে অনেক শিশুই হয়ত নাক সিঁটকে ওঠে, বড়-বুড়োদের মধ্যেও কারও হয়ত মন খারাপ হয়ে যায়।বাস্তবে পালংশাক খেলেই হাত-পায়ের পেশি ফুলে উঠবে না সেকথা ঠিক। তবে ভিটামিন এ, বি, সি, কে; ক্যালসিয়াম; লৌহ, 'বেটা ক্যারটিনয়েড' এবং সামান্য ক্যালরির এই শাক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জোরদার করতে প্রচণ্ড উপকারী। আর করোনাভাইরাসের এই মহামারীর দিনে সবারই চাই শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হলো সেবিষয়ে বিস্তারিত। সহজেই প্রস্তুত করা যায় এমন খাবারের তালিকা করলে পালংশাক প্রথম সারিতেই থাকবে। আর তা প্রতিদিন খেলেও কোনো ক্ষতি নেই বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা।ধারণা করা হয় এই শাক শুধু দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী। তবে তার উপকারিতা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও এর ভূমিকা অনন্য।নিয়মিত পালংশাক খেলে অন্তত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য কোনো 'সাপ্লিমেন্ট' খাওয়ার প্রয়োজন হয় না।এর বহুমুখী উপকারিতা প্রধান দিক হল পালংশাক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পেশি গঠনকারী খাবার যাতে অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজের পাশাপাশি আছে 'ফোলেট' ও 'লুটেইন'। উদ্ভিজ্জ 'ওমেগা-থ্রি এস'য়ের একটি বড় উৎস এই শাক। এছাড়াও থাকে 'ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস', প্রাকৃতিক রাসায়নিক উপাদান যার আছে প্রদাহনাশক গুণাগুণ এবং সুরক্ষা দেয় বিভিন্ন রোগ ও জীবাণু থেকে। এককথায় এভাবেই শক্তিশালী হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। কাঁচা অবস্থাতেও পালংশাক খাওয়া যায় এবং সেখান থেকেও মিলবে পটাশিয়াম ও ভিটামিন সি। পালংশাক আবার বিভিন্ন পদের খাবারের অংশ হতে পারে। বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে এই শাকের অসংখ্য রন্ধন পদ্ধতি পেয়ে যাবেন। শাকভাজি, ডালের সঙ্গে, স্মুদি বানিয়ে, ডিম দিয়ে ইত্যাদি রেসিপি বেশ সুপরিচিত।

পালংশাকের স্মুদি শরীরচর্চার পর অত্যন্ত উপকারী পানীয়, যা অনেক শরীরচর্চা বিশেষজ্ঞ পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।ডিম আরেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাবার যা অনেকের প্রিয়, প্রস্তুত করাও সহজ। এই ডিমের পদের পুষ্টিমান কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিতে পারেন ডিমভাজা বা 'অমলেট'য়ের সঙ্গে পালংশাক মিশিয়ে দিয়ে।

খাওয়ার আগ্রহ কমাতেও ভূমিকা রাখবে এই পদ। ফলে যারা ওজন কমাতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এটি বিশেষ উপকারী।সব ধরনের ডালের সঙ্গে পালংশাক মিশিয়ে খাওয়া যায় এবং কয়েকটি পদ দেশ-বিদেশে তাদের স্বাদের জন্য সুপরিচিত। এমনটি পদ হল চনার ডালের সঙ্গে পালংশাক যা ভারতীয় রন্ধনশৈলীর অংশ।মশুর ডালের সঙ্গে পালংশাকের পদের সঙ্গে বাঙালি মোটামুটি পরিচিত। এই পদে মশুর ডাল যোগান দেয় দস্তা, লৌহ এবং 'লিম্ফোসাইটস'। সঙ্গে পালংশাক যোগ করে 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' যা সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়।

মনের মানসিক চাপ থেকে স্বাস্থ্যের বিভিন্ন ক্ষতি হয়

পড়াশোনার চাপ, কাজের চাপ বা পারিপার্শ্বিকতার চাপ— এসবই আমাদের মধ্যে তৈরি করে স্ট্রেস। এটা শুধু মানসিক চাপ সৃষ্টি করে না, বরং আমাদের শরীরের ওপরেও র য়েছে এর অনেক রকমের বিরূপ প্রভাব। অল্প কিছু স্ট্রেস আমাদের জন্য ভালো হল্যে এই স্ট্রেস যখন দীর্ঘস্থায়ী এবং নিয়মিত একটা ব্যাপারে পরিণত হয় তখনই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। খুব বেশি স্ট্রেসে থাকা অবস্থায় যখন আমাদের অকারণেই বিভিন্ন অসুস্থতা দেখা যায় তখন ভাগ্যকে দোষারোপ করি আমরা। কিন্তু এসব অসুস্থতার পেছনে দায়ী একজনই, আর সে হল দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেস। দেখুন এই স্ট্রেস আমাদের কি কি ক্ষতি করছে।

থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমায়— প্রচন্ড স্ট্রেসে থাকলে আপনার শরীরে কর্টিসল নামের একটা হরমোন বেড়ে যায়। এই কর্টিসল বাড়লে থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে থাইরয়েড হরমোনের অভাবে শরীরে স্ট্রেস তৈরি হয় এবং স্ট্রেসের দুষ্টচক্র চলতেই থাকে। ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলাইনার গবেষকরা দেখেন, ভারী ব্যায়ামের ফলেও শরীরে কর্টিসলের পরিমাণ বাড়ে এবং থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ কমে। এর অর্থ হল যে কোনো কা অতিরিক্ত পরিমাণে করতে গেলে তা থেকে শরীর স্ট্রেসে পড়বে এবং ক্ষতি হবে, সেটা ভারী ব্যায়ামই হোক আর অতিরিক্ত কাজের চাপই হোক। নারীদের মাসিক হবার সময়ে কিছু মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন। পিএমএস এর লক্ষণের মাঝে রয়েছে বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, অকারণে বিরক্ত হবার প্রবণতা, পেট ব্যথা, শরীরে জল আসা ইত্যাদি। এই অস্বিস্তকর উপসর্গগুলো বাড়ায় স্ট্রেস। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল এবং মাসিকের হরমোন প্রোজেস্টেরান শরীরের ভেতরে প্রতিযোগিতা করতে থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে প্রোজেস্টেরোন নিজের কাজ ঠিকমত করতে পারে না। ফলে এ সময়ে পিএমএস বেশি হয়। এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুরো মাস জুড়েই স্ট্রেসের পরিমাণ কম রাখতে চেষ্টা করুন। বুড়িয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা— মধ্যবয়সী মানুষের কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি হয় বেশি, আর এই স্ট্রেসের ফলে তারা খুব সহজেই বুড়িয়ে যান। ফিনল্যান্ডের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, এ সময়ে স্ট্রেসের পরিমাণ যত বেশি হয়, পরবর্তীতে তাদের চলনশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি দেখা যায়। কর্টিসলের পরিমাণ বেশি হলে নিজেকে মনে হয় অনেক বেশি মোটা, দুর্বল, এবং বুড়ো। কম বয়সেই স্ট্রেসের মাত্রা কমিয়ে রাখার উপদেশ দেন ডাক্তাররা, তাহলে পরবর্তীতে কাজের চাপ থেকে স্ট্রেসের উৎপত্তি কম হয়। এর বেশ ভালো একটি প্রতিকার হতে পারে ধ্যান বা মেডিটেশন।

বাড়ায় পেটের চর্বি— ৩৫ বছর ব্যাপী এই সুইডিশ গবেষণায় সাড়ে সাত হাজার মানুষের ওপরে স্ট্রেসের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, এসব মানুষের মধ্যে যারা দীর্ঘস্থায়ী স্ট্রেসে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেশি থাকে। কর্টিসলের প্রভাবে শরীরে ইনসুলিনের প্রতিক্রিয়া কমে যায় ফলে ইনসুলিন বাড়ে। এতে শরীরে চর্বি জমার পরিমাণ বেড়ে যায়। এক সূত্রে জানা যায়, এক দল মহিলার ওপরে ১৫ বছর ধরে করা এক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। দেখা যায়, যেসব মহিলা বেশি বেশি রাগ, উত্তেজনা বা স্ট্রেসে থাকেন তাদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা যায়। মস্তিষ্ক সংকুচিত করে ফেলে স্ট্রেস অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় এমন ঘটনার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতি ছোট হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কের অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত অংশগুলোকে ছোট করে আনে স্ট্রেস। ফলে পরবর্তীতে বেশ মারাত্মক মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। সন্তানের ওপরে প্রভাব ফেলে--- শুধু আমাদের ওপরেই নয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপরেও স্ট্রেসের প্রভাব পড়তে পারে। আমাদের জিনের মাঝে এই স্ট্রেসের চিহ্ন থেকে যায়। ফলে তাদের জীবনেও দেখা দিতে পারে বিভিন্ন অস্বাভাবিকতাও। রোগের প্রকোপ বাড়ায়— ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী উভয় ধরনের রোগের প্রকোপ বাড়ায় স্ট্রেস। এটা একদিক দিয়ে যেমন ঠান্ডা জ্বরের কষ্ট বাড়িয়ে দেয়, তেমনি আরেক দিক দিয়ে বাড়ায় আর্থ্রাইটিস বা হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি। স্ট্রেস থেকে বাড়তে পারে স্ট্রোক, হৃদরোগ এমনকি ক্যান্সারের রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায় স্ট্রেসের ফলে।

লাবণ্য ফিরে পেতে ডাবল ক্রিম থেরাপি

ত্বকের চির তারুণ্য সকলেরই কাম্য তাই নির্জীব ত্বকে হারানো লাবণ্য ফিরিয়ে আনতে ডাবল ক্রিম থেরাপির সাহায্য নিতে পারেন.

ডাবল ক্রিম থেরাপি--- এই থেরাপির প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্চে ডাল স্কিনকে ময়েশ্চারাইজার করা, স্কিনকে গ্লো দেওয়া এবং তার সঙ্গে ডি ট্যান করা। দৈনন্দিন জীবন যাপনে বিপর্যস্ত হতে পারে আপনার সৌন্দর্য। তাই জেনে নিন লেবুর ছোঁয়ায় রূপের যত্ন নিতে কিছু কার্যকরী ব্যবহার। ত্বকের উজ্জ্বল ত্বরে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে লেবু খুবই উপযোগী। একচির লেবুতে একটু চিনি ছিটিয়ে ত্বকে আলতো করে ঘষতে থাকুন। এটি প্রাকৃতিক স্ক্রাবার হিসেবে কাজ করবে। লেবুর ব্লিচিং ইফেক্ট ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াবে। তারপর কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেললেই হল। শীতকালে সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকলে গরমকালের থেকেও স্কিনটা অত্যধিক কালো এবং ড্রাই দেখায় অর্থাৎ এই সময় স্কিন অতিরিক্ত ড্যামেজ হয়ে যায়। ডাবল ক্রিম থেরাপির মাধ্যমে সমস্ত ড্যামেজ সেল সরিয়ে ত্বককে দারুণভাবে রিজুভিনেট করা যায়। এই পুরো থেরাপিটাই ক্রিমবেসড। এখানে জলের ব্যবহার একদমই হয় না।

প্রথমে লা ল্যাভেন্ডার দিয়ে ত্বককে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এই ক্লিনজিং করতে করতেই ত্বকের ট্যান ভাব অনেকটাই কেটে যায়, ত্বক বেশ তরতাজা হয়ে ওঠে। এই ফেসিয়ালে আলাদা করে কোনো স্ক্রাবিং করা হয় না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় লা হোয়াইট নামে একটি অর্গানিক প্রোডাক্ট। এটি ১৬ মিনিট মতো মুখে লাগিয়ে রাখা হয়, এরপর পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে খুব হালকা হাতে রাব করে নেওয়া হয়। এরপর হালকা হাতে খুব আস্তে লা হোয়াইট তুলে ফেলা হয়। লা হোয়াইট ভীষণভালো ডি ট্যান এর কাজ করে, মুখের উপরে যে ডেড স্কিন সেলগুলি আছে তা খুব ভালো করে রিমুভ করে দেয়। এই সময় ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিউটিশিয়ানরা স্কাবিং মেশিন, পিলিং মেশিন অথবা সাকশন মেশিন ব্যবহার করে থাকেন। এরপর লা আমন্ড ক্রিম দিয়ে পুরো মুখটা ম্যাসাজ করা হয়। এই ক্রিমটি এমন ধরনের অর্গানিক ক্রিম যা খুব সহজেই স্কিনের ভেতরে চলে যায় তার ফলে স্কিনটা খুব সফট হয়ে যায় আর সঙ্গে স হেগ স্কিন খুব ভালো ময়েশ্চারাইজডও হয়ে যায়। এবার এই ক্রিম রিমুভ না করেই লা স্যান্ডেল প্যাক স্কিনে ল াগিয়ে দেওয়া হয় পাইনঅ্যাপেল অ্যাপ্লিকেটারের সাহায্যে। এবার স্কিন টাইপ অনুযায়ী গ্যালভানিক অথবা আলট্রাসনিক মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই প্যাকটি ১৫ মিনিট রেখে তুলে ফেলা হয়। লা স্যান্ডেল প্যাকের প্রধান কাজ হল স্কিনকে খুব টানটান করে দেওয়া, স্কিনের উপরের ফাইন লাইনগুলি মিলিয়ে দেওয়া এবং স্কিনকে ইয়ংগার লুক এনে দেওয়া। এবার এই প্যাক তুলে ফেলার পরেও আরো একবার স্কিনে হালকা হাতে ম্যাসাজ করা হয় তাই একে বলে ডাবল ক্রিম থেরাপি। লা রেপ্লিকো নামে একটি ফুল অর্গানিক ক্রিম দিয়ে এই ম্যাসাজ চলে ৫ মিনিট। এই পুরো ফেসিয়ালে যা যা ক্রিম ব্যবহার করে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনের উজ্জ্বলতা ফিরে এল, সেটি এই ক্রিম ম্যাসাজের মাধ্যমে স্কিনে ব্লক করে দেওয়া হ য়। স্কিনকে টাইট রাখার জন্য। এই ফেসিয়াল করে রাতে শুতে যাবার আগে স্কিন ক্লিনজিং করে অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার অথবা নাইট ক্রিম লাগাতে হবে। এই ফেসিয়ালে পুরোপুরি অর্গানিক ফেসিয়াল।

স্কচ ফেসিয়াল — এই ফেসিয়াল ইনস্ট্যান্ট গ্লো এর কাজ করে। দীর্ঘদিন যে রূপচর্চা করেনি বা কোনো পার্টিতে যাবার আগে অথবা হঠাৎ করে বিয়ে ঠিক হওয়া কনেও এই ফেসিয়ালে খুব কম সময়ে ত্বকের জেল্লা ফিরে পেতে পারেন। এটিও একটি অর্গানিক ফেসিয়াল। এই ফেসিয়ালের প্রথমে স্কচ ডিপ ব্রাইট দিয়ে ৫ মিনিট ধরে ক্লিনজিং করে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হ য়। অতিরিক্ত পিম্পল বিহীন সমস্ত ত্বকেই এই ফেসিয়াল করা যায়। এটিও ক্রিমবেসড ফেসিয়াল, এতেও জলের ব্যবহার একদমই হয় না। তার বদলে ক্রিমের সঙ্গে স্কচ ডি লাইট ব্যবহার করা হয়। এরপর একটি ক্রিম কনসেনট্রেড প্যাকের মতো স্কিনের ওপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। এটি ১৫ মিনিট থেকে আধঘন্টা রাখা হয়। এতে স্কিনে যত ট্যান আছে সব রিমুভ হয়ে যায়।

কোষ এবং শরীর গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম

হাড়, মাংশপেশী, দাঁত, কোষ এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ১ হাজার মিলিগ্রাম ক্যালিসয়ামের প্রয়োজন হয়। যা প্রায় তিন আট আউন্স গ্লাস পরিমাণ দুধ থেকে পাওয়া যায়। তবে আপনি যদি নিরামিষাশী হন বা দুধ যদি সহ্য না হয় অথবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে ভালো না লাগে, তাহলে কী করবেন ? দুধ ও দুগ্ধভাত খাবার ছাড়াও অন্য অনেক খাবার থেকেই ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করা যায়। ব্রকলিঃ দুই কাপ পরিমাণ ব্রকলিতে রয়েছে ৮৬ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম ছাড়াও ব্রকলিতে রয়েছে একটি কমলালেবুর তুলনায় দ্বিগুণ ভিটামিন সি। তাছাড়া ব্রকলি ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমিয়ে আনতে পারে।

কমলালেবুঃ বড় আকারের একটি কমলালেবুতে থাকে প্রায় ৭৪ মিলিগ্রাম পরিমাণ ক্যালসিয়াম। আর এক কাপ কমলার রসে থাকে ২৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া ভিটানি সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাবার হিসেবে এই ফলের জুড়ি নেই।

স্যামন মাছ ঃ আমাদের দেশে এখন যে কোনও বড় দোকানে টিনজাত স্যামন মাছ পাওয়া যায়। আধা টিন স্যামন মাছে থাকে প্রায় ২৩২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম।

ট্যাঁরশ ঃ এক কাপ পরিমাণ ট্যাঁরশে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রায় ৮২ মিলিগ্রাম। তাছাড়া ফাইবারযুক্ত খাবারের দারুণ একটি উৎস হলো এই সবজি।

কাজুবাদাম ঃ এক আউন্স পরিমাণ কাজুবাদামে থাকে প্রায় ৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। তাছাড়া সারাদিনের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের ১২ শতাংশ চাহিদা পূরণ করতে পারে এই বাদাম। তাছাড়া কাজুবাদামে রয়েছে ভিটামিন ই এবং পটাশিয়াম। এছাড়া লালশাক, কচুশাক, পালংশাক ইত্যাদি শাকেও প্রচুর ক্যালসিয়াম রয়েছে। কাঁচকলা, বিট, কচু, কচুরমুখী, মিষ্টিআলু, ওল, ধনেপাতা, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, বরবটি ইত্যাদি সবজিতেও পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম। পেয়ারা, তরমুজ, জলপাই, আতা, আঙুর, জাম ইত্যাদি মৌসুমি ফল ক্যালসিয়ামের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

সচল থাকতে দড়িলাফ

এই ঘরবন্দী সময়েও আমাদের শরীর রাখতে হবে সচল আর সক্রিয়। তাহলে থাকব সুস্থ আর দেহের প্রতিরোধ থাকবে চাঙা। ঘরে থেকে এই সময়ে খুব ভালো ব্যায়াম স্কিপিং, মানে দড়িলাফ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলছে, স্কিপিং চমৎকার ওয়ার্ক আউট (ব্যায়াম)। ২০ মিনিট স্কিপিং করলে ঘাম ঝরবে। সেই সঙ্গে শরীরের হবে চমৎকার কার্ডিও ওয়ার্কআউট। মন হবে চাঙা। দড়িলাফে মেলে চটজলদি শক্তি আর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ব্যায়াম বিশেষজ্ঞরা এটাকে বলেন সম্পূর্ণ শরীরচর্চা। এতে হাত, পা ও পেটের সব পেশির ব্যায়াম হয়। বাড়ায় পেশির বল, শক্তি আর সহ্যক্ষমতা। দড়িলাফের সঠিক কৌশল বলেছেন ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ টিম হ্যাফট। তাঁর পরামর্শ হলো

খুব উঁচুতে লাফ দেবেন না।

দড়ি ঘোরানোর জন্য কবজি ব্যবহার করুন, বাহু নয়।

তড়িঘড়ি নয়, ধীরে সুস্থে স্কিপিং করুন। দড়ি যখন ফিরে আসবে, তখন পায়ের কাছে হাত টান টান করবেন না, কনুই বাঁকা করবেন না। দুটো হাত সমানভাবে নিয়ে লাফান। কেবল একটি হাতে চাপ নেবেন না। দড়ি ঘোরানোর সময় হাত যেন থাকে হিপের সামনে। দড়ি যেন খুব লম্বা বা ছোট না হয়, বগল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হবে। ধীরে শুরু করুন, এরপর গতি বাড়ান। এভাবে দড়িলাফ দিলে মিলবে সুফল। শরীরেও বাড়তি চাপ পড়বে না একদিনে। নিয়মিত এই ব্যায়াম চালিয়ে যান। শরীর থাকবে চনমনে।

সাইকেল চালালে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে

দীর্ঘদিন বাঁচতে চাইলে, ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে চাইলে সাইকেল চালান। কারণ, এতে ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক কমবে বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। জানা গেছে, ৫ বছর ধরে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন যুক্তরাজ্যের ইউনির্ভাসিটি অব গ্লাসগোর বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেছেন, যেসব মানুষ নিয়মিত কর্মক্ষেত্র সাইকেল চালিয়ে যান তাদের ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি অর্ধেক কমে যায়। প্রায় আড়াই লাখ মানুষের ওপর গবেষণা করে গবেষকরা দেখেন, যারা নিয়মিত সাইকেল চালান তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়, আর হৃদরোগের ঝুঁকি কমে ৪৬ শতাংশ। তাছাড়া, এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ কমে যায়। তাছালা এ অভ্যাসের কারণে মানুষের যে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে অসময়ে মৃত্যুর ঝুঁকিও কমে ৪১ শতাংশ। গবেষণায় আরো যে বিষয়টি ওঠে এসেছে, তা হল কর্মক্ষেত্র যাওয়ার জন্য গণপরিবহন কিংবা গাড়ির ওপর নির্ভর না করে যারা হাঁটেন তারাও এসব রোগ থেকে দূরে থাকার ক্ষেত্রে কিছুটা উপকৃত হতে পারেন। হাঁটা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে বেশি সহায়ক হয়। হাঁটা এবং সাইকেল চালানো দুই প্রক্রিয়ার উপকার সমান নয় কেন? এর ব্যাখ্যায় গবেষকরা বলেছেন, সাইক্লিস্টদের চেয়ে পায়ে হাঁটায় মানুষ কম পথ হাঁটেন। হেঁটে মানুষ সপ্তাহে ৬ মাইলের মত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু সাইকেল চালালে সপ্তাহে ৩০ মাইল পাড়ি দেয়া সম্ভব। সাইকেল চালিয়ে যতবেশি পথ অতিক্রম করা যাবে স্বাস্থ্য উপকারিতা ততই বেশি হবে। যারা সাইকেলও চালান আর গণপরিবহনেও যাতায়াত করেন তারাও স্বাস্থ্য উপকারিতা পান বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তবে হাঁটার চেয়ে সাইকেল চালানোর উপকারিতা বেশি বলেই মত গবেষকদের। কারণ, সাইকেল হাঁটার চেয়ে বেশি ব্যায়াম হয় এবং বেশি সময় ধরে তা হয়।

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না। আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহায়ার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

রবিবার আগরতলার বটতলা থানার পুলিশ তিন নেশা কারবারীকে আটক করে।

এসএ টোয়েন্টি: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দল এমআই কেপ টাউনের প্রথম শিরোপা

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফাইনালে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপকে ৭৬ রানে উড়িয়ে এসএ টোয়েন্টির তৃতীয় আসরের শিরোপা জিতে নিল এমআই কেপ টাউন।

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটে প্রথম দুই আসরেই চ্যাম্পিয়ন ছিল ইস্টার্ন কেপ। এবার প্রাথমিক পর্বে তৃতীয় হয়ে পরে এলিমিনেটর ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার জিতলেও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে পারল না এইডেন মার্করামের দল।

আইপিএল দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালিকপক্ষের ফ্র্যাঞ্চাইজি এই এমআই কেপ টাউন, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কর্ণধারের ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ।

জোহানেসবার্গে ফাইনালে শনিবার টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামে কেপ টাউন।

কেপ টাউন ২০ ওভারে তোলে ১৮১ রান।

২৬ বলে ৩৯ করেন কনর এস্তেহেইজেন, ১৮ বলে ৩৮ করেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস আর জর্জ লিন্ডার ব্যাট থেকে আসে তিন ছক্কায় ২০ রান।ইস্টার্ন কেপের ইয়ানসেন, রিচার্ড গ্লিসন ও লিয়াম ডসন নেন দুটি করে উইকেট।

রান তাড়া করতে নেমে ইস্টার্ন কেপ ১০৫ রানে অল আউট হয়ে যায়।তৃতীয় উইকেটে ৫৭ রানের জুটি গড়েন টনি ডে জর্জি ও টম অ্যাবেল।

২৫ বলে ৩০ রান করেন অ্যাবেল আর ২৬ রান করেন ডে জর্জি। এরপর ইস্টার্ন কেপ ৪০ রানের মধ্যে ৮ উইকেট হারায়। ৪ ওভারে মাত্র ৯ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দা ফাইনাল ট্রেন্ট বোল্ট। অধিনায়ক রাশিদ ৪ ওভারে ১৯ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট, ২০ রানে ২টি নেন লিন্ডা। তবে ২৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে দলের সেরা বোলার কাগিসো রাবাদা।

বল হাতে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ১৯ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে ২০৪ রান করে ম্যান অব দা টুর্নামেন্ট রানার্স আপ দলের ইয়ানসেন।

লাভ জিহাদ-৩ : লাভ জিহাদের সঙ্গে লড়াই, দরকার সার্বিক প্রচার ও সচেতনতা

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেবলই পশ্চিমবঙ্গ নয়, লাভ জিহাদের জাল সর্বব্যাপী। কয়েক মাস আগে কর্নাটকের এক কংগ্রেস কাউন্সিলরের কন্যাকে কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে কুপিয়ে খুন করা হয়। এই ঘটনায় 'লাভ জিহাদ'-এর অভিযোগ আনে বিজেপি। মৃতের বাবার মুখেও সেই তত্ত্ব শোনা যায়। বিষয়টি নিয়ে প্রবল হইচই হয়। সার্বিক প্রচার ও সচেতনতা ছাড়া দীর্ঘকালের এই সমস্যা দূর করা খুবই চাপের বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

মহাভারতেও 'লাভ জিহাদ' ছিল বলে বিতর্কে জড়ান অসমের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন কুমার বড়া। বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে কংগ্রেস নেতাকে যেকোনও সময় গ্রেফতার করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন বিজেপি শাসিত অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। দিল্লির লাভ জিহাদের শিকার শ্রদ্ধা ওয়ালকরের মতো পরিণতি কোনও মেয়ের যাতে না হয়, সে ব্যাপারে দক্ষিণ কর্নাটকে নিজেদের তৎপর হওয়ার কথা জানায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) এবং বজরং দল। মেঙ্গালুরুতে হেল্প লাইন খোলে তারা। যেখানে 'লাভ জিহাদ' নিয়ে যে কেউ অভিযোগ জানাতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সক্রিয় কর্মী অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্নের উত্তরে এই প্রতিবেদককে জানান, মেয়েরা কীভাবে ফাঁদে পড়ছে? তাঁর কথায়, নদিয়ার সদ্য সাবালিকা হিন্দু আরতি বিশ্বাস (নাম পরিবর্তিত)। ধানতলা থানার কালুপুর গ্রামে বাড়ি। বাড়ি থেকে স্থানীয় পানিখালি কলেজে যাতায়াতের পথে দত্তফুলিয়া মোড়ে অবস্থিত 'মদিনা মার্বেল' দোকানের কর্মচারী তথা ম্যানেজার হাসান মন্ডল (ওই থানারই মনোহরহাটি গ্রামের বাসিন্দা তথা বাংলাদেশের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সহিদুলের ছোট ছেলে) ওকে লাভ জিহাদের ফাঁদে ফেলে বলে অভিযোগ।

গত ২৭ জানুয়ারি আরতি তার সমস্ত নথিপত্র সহ পানিখালি কলেজ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ওই গ্রামে আমি ধর্মরক্ষা কমিটি করে দিয়েছিলাম। সাথে সাথে ধানতলা থানা ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে জানানো হয়। রানাঘাটগামী ট্রেনগুলোতেও আমি দুলাল নামে এক অনুগামীকে নজর রাখতে বলি।

অবশেষে ওই দিনই বাংলাদেশ সীমান্ত পাড়াপাড়ের দালাল বাচ্চু মন্ডলের বাড়ি থেকে আরতি উদ্ধার হয়। ও ভুল স্বীকার করে বলে, "আমার মোবাইল ও ডকুমেন্ট নিয়ে ও বাংলাদেশে চলে গেছে। তুমি এনে দাও কাকু।' ২৮শে ওকে রানাঘাটে কোর্টে তোলা হয়।

লাভ জিহাদ ঠেকানোর চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গে কতটা সফল হচ্ছে বলে মনে করছেন? রঞ্জনবাবুর উত্তর, অনেক সময় মেয়েদের জন্যই সফল হচ্ছে না! বহরমপুর থানার এক আধিকারিক তাঁর টিম নিয়ে এসি-৩ এ হায়দরাবাদে গেলেন। তাঁরা অভিযুক্ত জেহাদি লোটাস শেখের কবল থেকে যোগেশ হালদারের মেয়েকে উদ্ধার করে বিমানে ফিরে এলেন। খাবার খরচ বাবদ আরও পনেরো হাজার গেল। হায়দরাবাদে থাকতেই মেয়েটি জেদাজেদি করছিল যে, মুসলিম ছেলেটিকেও ওর সাথে বিমানে আনতে হবে। তদন্তকারী অফিসার ওকে প্রথমেই হোমে পাঠিয়ে দেন। ম্যাজিস্ট্রেট থাকলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ দেখিয়ে মেয়েটির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি নেওয়া হচ্ছিল না। এইবার জেহাদির আবেদনে সাড়া দিয়ে বহরমপুর কোর্টের মুসলিম অ্যাডভোকেটদের একটি দল আসরে নামে।

বৃহস্পতিবার মেয়েটির মা তাঁর মেয়ের পা ধরে কান্নাকাটি করলেও লাথি মেরে মেয়েটি জেহাদির সাদা স্করপিও ধরে চলে যায়। আমাদের কর্মী আশিস ঘোষ তখন তার বাবাকে সামলাতে ব্যস্ত।

শুক্রবার রাত একটার সময় একজন বাবার ফোন পাই। তাঁর মেয়ে বেথুয়াডহরী কলেজে গতকাল পরীক্ষার পর বাড়ি ফেরেনি। রাত বারোটার সময় ধাপারিয়ার বাচ্চু শেখের সঙ্গে পালাচ্ছিল হায়দরাবাদ। ধুবুলিয়া থানার পুলিশ মায়াপুর মোড়ে গাড়ি আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করাতে ধরা পড়ে যায়। চালক ফজলুর মন্ডলও ধরা পড়ে।

ছাত্রী মালতী দাস (নাম পরিবর্তিত) তাঁর হতভাগ্য পিতা প্যান্ডেল কর্মী জয়রাম দাস"কে বলে, 'বাবা হয়ে আমার জন্য কী করেছ?' শুক্রবার সকালে ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এত দৌড়োদৌড়ি, খরচ আপনি টাকা পান কোথা থেকে? প্রশ্নের উত্তরে রঞ্জনবাবু বলেন, মেয়েহারা গরিব বাবা-মা ধার-দেনা করে কিছু যোগাড় করেন। এই তো উদ্ধার হওয়া একটি মেয়ের সামনেই বিয়ে। ট্রেনের ভেন্ডারদের অনুরোধ করেছি ওরা টাকা তুলে যদি মেয়েটিকে আলমারি উপহার দেয়! কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ সাহায্য করে। প্রতি মাসে ২৫-৩০ হাজার টাকা আমার পকেট থেকে যায়।

এরকম অসংখ্য হিন্দু কিশোরী লাভ জিহাদের শিকার হচ্ছে গ্রামবাংলায়। এর একটা কারণ অভাব। বিজেপি পর্যায়ক্রমে দেশে এর বিরুদ্ধে প্রচার করছে। রাজ্যের শাসক দল প্রকাশ্যেই অবশ্য বিরোধিতা করছে। রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, "এ সব নিয়ে বিজেপি দেশের অনেক জায়গায় ভোটের রাজনীতি করেছে। কিন্তু ভুলে গিয়েছে 'লাভ জিহাদ' প্রেম, মানবতায় বিশ্বাসী বাঙালির শব্দ নয়। এই মাটি শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্যদেবের। এখানে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের ভাষায় কথা না-বললে কী হয়, তা তারা টের পেয়েছে।"

লাভ জিহাদ ঠেকাতে কার্যক্ষেত্রে রঞ্জনবাবুর মত সক্রিয় আরও কয়েকজন। নদিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন করিমপুর থেকে চাপড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় কাজ করছেন তেহট্ট কোর্টের আইনজীবী অর্পিতা বিশ্বাস, রেজিনগর থেকে লালগোলা, কান্দি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাজ করছেন বহরমপুর কোর্টের আইনজীবী কামদেব রায়, সূতাহাটা ও হলদিয়ার বেশ কয়েকটি অঞ্চল-সহ পূর্ব মেদিনীপুরে বিশেষত কোলাঘাট থেকে রামনগর পর্যন্ত কাজ করছেন তাপস মাইতি, গোপনভাবে রাজ্যের গোটা পঞ্চাশের উপর নানা স্তরের পুলিশ আধিকারিক আইনের গন্ডির ভিতরে থেকেও এ ব্যাপারে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। (শেষ)

নারকেলডাঙায় অগ্নিকাণ্ডে স্থানীয়দের নিশানায় কাউন্সিলর, উত্তেজনা

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নারকেলডাঙায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্থানীয়দের একাংশের নিশানায় শাসকদলের কাউন্সিলর। স্থানীয় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে ঝুপড়িতে গুদাম ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ স্থানীয়দের। যদিও সেই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কাউন্সিলর। রবিবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার সামনেই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও কাউন্সিলরের অনুগামীরা। উল্লেখ্য, শনিবার রাতে নারকেলডাঙার বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায় ২০টির বেশি ঝুপড়ি। রাত ১১টা নাগাদ আগুন লাগে বলে খবর।

জানা গেছে, একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বেশকিছু ঝুপড়ি গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করা হত। যাতে কাপড়, জুতো ইত্যাদি মজুত থাকত।

গণতন্ত্রে জনাদেশ অবশ্যই মেনে নিতে হবে : অখিলেশ যাদব

আগ্রা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গণতন্ত্রে জনাদেশ অবশ্যই মেনে নিতে হবে। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। রবিবার আগ্রায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'আমরা চেয়েছিলাম দিল্লি নির্বাচনে এএপি জিতুক, কিন্তু বিজেপি জিতেছে। গণতন্ত্রে জনাদেশ মেনে নিতে হবে। পরাজয় অনেক কিছু শেখায় এবং সামনের দিনগুলিতে, ইন্ডি জোট আরও শক্তি অর্জন করবে। কিন্তু, মিল্কিপুর উপনির্বাচনে, এটি একটি নির্বাচন নয়, লুটপাট ছিল। জনগণ তা দেখেছে।'

অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, 'যারা বলছেন, আমরা অযোধ্যার আসন হারানোর প্রতিশোধ (লোকসভায়) নিয়েছি, আমি তাদের বলতে চাই- আপনারা অযোধ্যা থেকে প্রতিশোধ নিতে পারবেন না।' প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ মেলা প্রসঙ্গে অখিলেশ বলেছেন, 'আমি বলেছি, অনেক সময় এই সরকার নিজেদের বিনোদনের জন্য সিনেমাকে করমুক্ত করে। যদি তারা এমনটা করতে পারে - তাহলে মহাকুম্ভে, লোকজন সারা দেশ থেকে আসছে এবং দীর্ঘ দূরত্ব কভার করছে - তাদের উচিত মহাকুম্ভে আসা লোকদের জন্য টোল ছাড় দেওয়া।'

বাবা-মা নেই; হোমে থেকেই পড়াশোনা, মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে এক আবাসিক

আলিপুরদুয়ার, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অনেক আগেই মারা গিয়েছে মা। বাবার মৃত্যুর পর আলিপুরদুয়ার থেকে প্রতিবেশীরা দিয়ে যান হোমে। তখন ছেলেটির বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। সেই থেকেই জলপাইগুড়ির কোরক হোমে রয়েছে ছেলেটি। পড়াশোনায় আগ্রহ দেখে হোম কর্তৃপক্ষ তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়। হোমের ভিতরে তার জন্য প্রাইভেট টিউশনেরও ব্যবস্থা করে। এবার সে মাধ্যমিক দিচ্ছে। জলপাইগুড়ি শহরের আনন্দ মডেল হাই স্কুলের ছাত্র ছেলেটি।

মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে ফণীন্দ্র দেব ইনস্টিটিউশনে। এই বিষয়ে হোমের সুপার গৌতম দাস বলেন, ছেলেটি পড়াশোনায় খুবই ভাল। মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষাতেও ভাল রেজাল্ট করেছে। আগামীকাল, সোমবার থেকে সে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসতে চলেছে। আমরা তার পাশে আছি। ছেলেটি যাতে ঠিকমতো পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে সেই জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল হোমের তরফে।

মহেশতলায় হেলে পড়ল দু'টি বহুতল! ছড়ালো চাঞ্চল্য

মহেশতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহেশতলা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে হেলে পড়ল দু'টি বহুতল। যদিও এই ঘটনা এখনকার নয় বলেই জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বিগত ১২ বছর ধরেই হেলে রয়েছে ওই দু'টি বহুতল। কিছুদিন আগেই মহেশতলা পুরসভার নজরে আসে বিষয়টি। প্রোমোটারকে ওই বহুতল দু'টি ভাঙতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় পুরসভা আইনি পথে গিয়ে বহুতল দু'টি ভাঙবে বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান দুলাল দাস। সূত্রের খবর, পাশাপাশি থাকা এই বহুতল দু'টি বেআইনিভাবে ২০১১ সালে তৈরি করেছিলেন এক প্রোমোটার।

জেলমুক্তির পর প্রথমবার পদযাত্রা করে হাবরা পুরসভায় জ্যোতিপ্রিয়

হাবরা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জেল থেকে মুক্তি পেতেই প্রথম বারের জন্য নিজের বিধানসভা কেন্দ্র হাবরায় গেলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রবিবার সকালে হাবরায় গিয়ে সর্বপ্রথম জ্যোতিপ্রিয় যান পুরসভার অফিসে। সেখানে কাউন্সিলরদের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ কথাও বলেন। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। হাবরা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে পৌর উন্নয়নের খতিয়ান জানতে চান। জানান, বিধায়ক তহবিলের টাকা দিয়ে উন্নয়ন করতে চান তিনি।

মহাকুম্ভে ফের অগ্নিকাণ্ড, পুড়ল কল্পবাসী তাঁবু

প্রয়াগরাজ, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রবিবার ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা মহাকুম্ভে। প্রয়াগরাজের ১৯ নম্বর সেক্টরের "কল্পবাসী" তাঁবুতে এদিন আগুন লাগে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছায় দমকল বাহিনী। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে, তাঁবুটি পুরোপুরি পুড়ে গেছে। হতাহতের কোনও খবর নেই।

উল্লেখ্য, গত ৭ ফেব্রুয়ারি, সেক্টর ১৮-য় ইসকন ক্যাম্পে আগুন লাগে। প্রায় ২০টি তাঁবু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ফের আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

হাওড়ায় পুলিশ ও সাংবাদিকদের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ, জিতলেন সাংবাদিকরা

হাওড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হাওড়ায় আয়োজিত হয়ে গেল কমিশনারস কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর ফাইনাল। তার প্রাক্কালে আয়োজন করা হয়েছিল এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের। অংশগ্রহণ করে হাওড়া সিটি পুলিশ ও হাওড়ার সাংবাদিকরা। এই ক্রিকেট ম্যাচে ১২ ওভার এর খেলায় হাওড়া সিটি পুলিশ প্রথমে ব্যাট করে রান তোলে ১২৩ এবং পরে হাওড়ার সাংবাদিকদের দল ৯ ওভার ব্যাট করে ১২৪ করে পরাজিত করে হাওড়া সিটি পুলিশ এর দলকে। এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষীরতন শুক্লা, বিশিষ্ট সাংবাদিক বিশ্ব মজুমদার, কলকাতা পুলিশের এডিশনাল কমিশনার অফ পুলিশ দেবেন্দ্র প্রকাশ সিং, হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, যুগ্ম নগরপাল কে সবরী রাজকুমার-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

শহরে কলকাতা পুলিশের সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ হাফ ম্যারাথন

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রবিবার কলকাতা পুলিশের পঞ্চম সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ হাফ ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হলো। ডিজি ও আইজিপি রাজীব কুমার এদিন হাফ ম্যারাথনের সূচনা করেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার বর্মা ২১ কিমি দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পরে বিজয়ীদের সংবর্ধিত করেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উল্লেখ্য, বহু মানুষ এদিন সড়ক নিরাপত্তার বার্তা দিতে হাফ ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন।

উত্তর হণ্ডুরাসের ক্যারিবিয়ান সাগরে জোরালো ভূমিকম্প, তীব্রতা ৭.৬

তেগুসিগাল্পা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর হণ্ডুরাসের ক্যারিবিয়ান সাগর অঞ্চল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭.৬। এই জোরালো ভূমিকম্পের জেরে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। পুয়ের্তো রিকো এবং ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্র সৈকত থেকে বাসিন্দাদের সরে যেতেও নির্দেশ দেওয়া হয়। কিউবাতে ৩ মিটার ও হণ্ডুরাস থেকে কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের মাঝে সমুদ্রে ০.৩ থেকে ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউয়েরও পূর্বাভাস জারি করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। আপাতত সুনামি সতর্কতা নেই ওই এলাকায়। ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া যায়নি। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভের তরফে জানানো হয়েছে, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের জর্জটাউন থেকে ১২৯

ইন্টার মায়ামি প্রীতি ম্যাচ: বড় ব্যবধানে জিতল মায়ামি

হন্ডুরাস, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.):শনিবার হন্ডুরাসে প্রীতি ম্যাচে মেসি-সুয়ারেজদের গোলে অলিম্পিয়ার বিপক্ষে ৫-০ গোলে বড় জয় পেয়েছে মায়ামি। প্রীতি ম্যাচে মায়ামির টানা চতুর্থ জয়। কনকাকাপ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ শুরু হওয়ার আগে তারা আরও একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি।

২৭ মিনিটে মেসির গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। প্রথমার্ধে আরও দুটি গোল করে মায়ামি, দুটি গোলের ক্ষেত্রেই এসিস্ট রয়েছে মেসির। ৪৪ মিনিটে মেসির করা এসিস্টে গোল করেন ফেদেরিকো রেদোনদো, আর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে নোয়াহ অ্যালেন।

দ্বিতীয়ার্ধে গোল করেন সুয়ারেজ ও রায়ান সেইলর। ফলে বড় জয় দিয়েই শেষ করে মায়ামি।

মায়ামি কনকাকাপ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে খেলবে স্পোর্টিং কেসির বিপক্ষে ১৯ ফেব্রুয়ারি। আর ২৩ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্ক সিটির বিপক্ষে।

জন্মদিনে অভয়ার বাড়ি থেকে মৌন মিছিল

সোদপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডে বিচারের দাবিতে এদিন অভয়ার বাড়ি থেকে মৌন মিছিল শুরু হয়। রবিবার অম্বিকা মুখার্জি রোড হয়ে এইচবি টাউন মোড় সোদপুর মধ্যমগ্রাম রোড ধরে সোজা কাচ কল মোড়ে গিয়ে শেষ হয় মিছিল। মৌন মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল পানিহাটি নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে। এই মৌন মিছিলে চিকিৎসক, চিত্রশিল্পী সঙ্গীতশিল্পী-সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই মৌন মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, রবিবার অভয়ার জন্মদিন। জীবিত থাকলে তিনি এদিন ৩২ বছরে পদার্পণ করতেন।

জন্মদিনে মেয়ের নামাঙ্কিত ক্লিনিকে গেলেন অভয়ার বাবা-মা

সোদপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মন খারাপের জন্মদিন। মেয়ের স্মৃতিই আপাতত সম্বল। জন্মদিনে মেয়ের মৃত্যুর বিচার চেয়ে পথে নামলেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের নিহত চিকিৎসকের মা-বাবা। ডুব দিলেন স্মৃতিচারণায়। মেয়ে ভালবাসত পায়েস খেতে, বাড়িময় ছড়িয়ে মেয়ের স্মৃতি। সেই সব আঁকড়েই জীবন কাটছে প্রৌঢ় দম্পতির। এদিন সোদপুরের দুটি জায়গায় অভয়া ক্লিনিক খোলা হয়েছে। দুটি ক্লিনিকেই যান অভয়ার মা-বাবা।

উল্লেখ্য, রবিবার আর জি কর-কাণ্ডের ৬ মাস পূর্ণ হল।ঘটনাচক্রে রবিবারই অভয়ার জন্মদিন। জীবিত থাকলে তিনি এদিন ৩২ বছরে পদার্পণ করতেন।

আগের চেয়েও এবার দিল্লিতে ভালো প্রদর্শন করেছে কংগ্রেস : অলকা লাম্বা

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভালো প্রদর্শন করেছে কংগ্রেস। এমনটাই দাবি করলেন কংগ্রেস নেত্রী অলকা লাম্বা। কালকাজি বিধানসভা আসন থেকে এবারের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন অলকা লাম্বা। কিন্তু, অতিশী মারলেনার কাছে তিনি হেরে যান। উল্লেখ্য, দিল্লিতে ৭০টি আসনের মধ্যে একটিতেও জয়লাভ করতে পারেনি কংগ্রেস।

ভোটের ফল ঘোষণার পরবর্তী দিন রবিবার অলকা লাম্বা বলেছেন, 'কংগ্রেস আগের থেকে ভালো প্রদর্শন করেছে, আমাদের ভোটের শতাংশ বেড়েছে। এএপি নির্বাচনে হেরেছে, তাঁরা সব হারিয়েছে এবং আমরা কিছুই হারাইনি। বিজেপি সফলভাবে সরকার গঠন করছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় হার হল এএপি-র।'

নকশালবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রয়েছে : বিষ্ণুদেও সাই

রায়পুর, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ছত্তিশগড়ে রবিবার নকশাল-বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে সুরক্ষা বাহিনী। এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩১ মাওবাদী, এই বিরাট সাফল্যের জন্য সুরক্ষা বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। তিনি বলেছেন, 'আমরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নকশালবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করছি। জওয়ানদের সাহসিকতার জন্য আমরা প্রশংসা করছি। রবিবার বিজাপুর জেলায় জওয়ান এবং নকশালদের মধ্যে একটি এনকাউন্টার শুরু হয়েছে। এতে ৩১ জন নকশাল নিহত হয়েছে...আমি জওয়ানদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। দুই জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি।'

ছত্তিশগড়ের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও বলেছেন, 'আমাদের জওয়ানরা বীরত্বের সাথে ৩১ জন নকশালকে নিকেশ করেছে এবং আমি তাদের এজন্য অভিনন্দন জানাই। এটি ২০২৬ সালের মধ্যে দেশকে নকশালমুক্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অমিত শাহের স্বপ্নের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। দুই জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন এবং তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা।'

মঙ্গলবার থেকে চড়বে পারদ, শীত এবার বিদায়ের পালা বঙ্গে

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গ থেকে এবার শীতের বিদায়ের পালা, মঙ্গলবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে তাপমাত্রা। আবার উত্তরবঙ্গের দুই জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজায় থাকবে কুয়াশার দাপটও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, মঙ্গলবার থেকে ফের ঊর্ধমুখী হবে তাপমাত্রা। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সোমবার ও মঙ্গলবার সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে।

দক্ষিণবঙ্গে সোমবার পর্যন্ত শীতের আমেজ বজায় থাকবে। মঙ্গলবার থেকেই পারদ চড়বে। বৃহস্পতি কিংবা শুক্রবারের মধ্যে ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়বে। এই কয়েকটি দিন মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। বজায় থাকবে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপট। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে মূলত কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে খুব সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগের যুগ শেষ : কিরণ বেদি

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির ভরাডুবির পর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন পুদুচেরির প্রাক্তন উপ-রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার কিরণ বেদি। রবিবার কিরণ বেদি বলেছেন, অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগের যুগ এবার শেষ হয়েছে। কিরণ বেদি এদিন বলেছেন, জনগণ এখন এগিয়ে যেতে চায়। জনগণ বলছে আর ধ্বংসযজ্ঞ নয়, দিল্লিকে রাজধানী করুন, যাতে এটি বিশ্বের কাছে একটি উদাহরণ হয়ে ওঠে। এখন আমরা দিল্লিকে সুস্থ, নিরাপদ এবং পরিষ্কার করব।'

মালদার সুজাপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিশাল

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মালদার সুজাপুরে প্লাস্টিক গুদামে ভয়াবহ আগুন। আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে ৬টি গুদাম। রবিবার ভোররাত ৩টে নাগাদ আগুন লাগে। প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। দমকল দেরিতে আসার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোররাতের দিকে ওই প্লাস্টিকের একটি গুদাম থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন তাঁরা। পুরোটাই প্লাস্টিকে ভরা থাকায় আগুন দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। লেলিহান শিখা গ্রাস করতে থাকে একের পর এক গুদাম। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। খবর পেয়ে ছুটে আসেন গুদামগুলির মালিকেরা। খবর যায় দমকলে। তবে স্থানীয় ও মালিকদের অভিযোগ দমকল দেরিতে এসেছে। দমকল আসার আগেই সব পুড়ে যায় বলে দাবি তাঁদের।

সোমবার সাঁতারু মার্ক স্পিৎজের জন্মদিন

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মার্ক স্পিটজ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের মধ্যে একজন। তিনি ১৯৫০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার মডেস্টোতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি নয়বারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে তিনি সবচেয়ে সফল ক্রীড়াবিদ ছিলেন। জিতেছিলেন সাতটি স্বর্ণপদক, যার প্রতিটি ছিল বিশ্ব-রেকর্ড সময়ের মধ্যে।তার এই কৃতিত্ব ৩৬ বছর ধরে স্থায়ী ছিল। এই রেকর্ড তার সহ-আমেরিকান মাইকেল ফেলপস অতিক্রম করেছিলেন ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে, আটটি স্বর্ণ জিতে। স্পিটজের মতো ফেলপসও সাতটি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকের এই সুপারস্টার এছাড়া কেরিয়ারে ২৪টি অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ইউনিয়ন শিরোনাম জিতেছিলেন। জিতেছিলেন পাঁচটি প্যান-আমেরিকান স্বর্ণপদক। তিনি সাঁতারের ক্যারিয়ারে মোট ৩৫টি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

সুইমিং ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন তাকে ১৯৬৯, ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে বিশ্ব সাঁতারু হিসেবে বর্ষসেরা মনোনীত করে। তিনি ছিলেন তৃতীয় ক্রীড়াবিদ যিনি নয়টি অলিম্পিক স্বর্ণপদক জিতেছেন।

হল অফ ফেম:**আন্তর্জাতিক সাঁতার হল অফ ফেম , ১৯৭৭ সালে অন্তর্ভুক্ত। **আন্তর্জাতিক ইহুদি ক্রীড়া হল অফ ফেম , ১৯৭৯ সালে অন্তর্ভুক্ত।*মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অলিম্পিক হল অফ ফেম , ১৯৮৩ সালে অন্তর্ভুক্ত।**সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ইহুদি স্পোর্টস হল অফ ফেম ১৯৯০ সালে অন্তর্ভুক্ত। **সান জোসে স্পোর্টস হল অফ ফেম, ২০০৭ সালে অন্তর্ভুক্ত।**জাতীয় ইহুদি জাদুঘর স্পোর্টস হল অফ ফেম , ২০০৭ সালে অন্তর্ভুক্ত।**লং বিচ সিটি কলেজ হল অফ ফেম, ২০০৭ সালে অন্তর্ভুক্ত।**ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিক্স হল অফ ফেম।

সোনমার্গের প্রধান বাজারে ভয়াবহ আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

গান্ডেরবাল, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গে ভয়াবহ আগুন লাগল প্রধান বাজারে। শনিবার সন্ধ্যায় ওই বাজারে আগুন লাগে, সারারাত ধরেই আগুন জ্বলতে থাকে। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত, সোনামার্গের প্রধান বাজারের একটি হোটেলে প্রথমে আগুন লাগে, সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যেই অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। সোনামার্গের প্রধান বাজারে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে রবিবার সকালে জেলা প্রশাসক যতীন কিশোর বলেছেন, 'আমাদের রাজস্ব এবং ফায়ার সার্ভিস টিম এখানে রয়েছে। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলি মূল্যায়ন করেছি এবং আমরা আজই রিপোর্টটি পাঠাব, যাতে দোকানের মালিকরা কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন। আমরা এমন একটি এলাকা চিহ্নিত করেছি যেখানে ফায়ার সার্ভিস স্থাপন করা যেতে পারে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

'বিচার তুমি পাবেই', অভয়ার জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট অগ্নিমিত্রার

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রবিবার একদিকে যেমন আর জি কর কান্ডের ৬ মাস পূর্ণ হচ্ছে, পাশাপাশি এদিনই আর জি করের নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের জন্মদিন। নির্যাতিতার জন্মদিনেই ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনার অঙ্গীকার করলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল।

তিনি এদিন এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'মেয়েটিকে প্রথম জানলাম ৯ অগাস্ট। এরকম করে জানার কথা ছিল না। ৯ অগাস্ট দলের অফিসে ছিলাম। হটাৎ করে শুনলাম আরজি কর হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। খবরটা শুনে শিউরে উঠেছিলাম। কলকাতার সরকারি এক হাসপাতালে এইকান্ড হতে পারে কোনওদিন কল্পনায় ছিলনা।

৯ অগাস্ট এর সেই অভিশপ্ত সন্ধ্যে। হাসপাতালে গিয়ে দেখি তরুণী চিকিৎসকের বাবা, মা উদভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছেন। তবু ওর মৃত মেয়ের কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছেনা। পুলিশ, শাসক দল সবাই মিলে বাধা দিচ্ছে। যে কোনওভাবে দেহ পুড়িয়ে দিতে সবাই তৎপর। কিছুসময় আমিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। নির্যাতিতার বাবা, মায়ের সঙ্গে গিয়ে কথা বললাম। এরপরের ঘটনা আপনাদের হয়ত জানা। চেষ্টা করেছিলাম ওর মৃতদেহ রেখে দেওয়ার। পুলিশ ও শাসক দলের নেতারা জোর করে দেহ তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

৯ অগাস্ট থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ক্যালেন্ডারের পাতা পাল্টাচ্ছে। আজ ওই ঘটনার ৬ মাস। বিচার এখনও অধরা। পুলিশ সব তথ্য, প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছিল। জনগণের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও। মেয়েটির বাবা, মানে বিচার চেয়ে ঘুরছেন দরজায় দরজায়। অন্যদিকে শাসক দল সঞ্জয়কে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সব তদন্ত ধামাচাপা দিতে চায়। ৯ ফেব্রুয়ারি মেয়েটির জন্মদিন। আমরা যাকে অভয়া নামে চিনি। এই ৬ মাসে বহুবার ওর বাড়িতে ছুটে গিয়েছি। মেয়েটির বাবা, মার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। অভয়ার বিচারের দাবি শুধু ওই পরিবারের নয়। আপামর বাংলাবাসীর। শুধু একজন রাজনীতিবিদ নয়, দিদি হিসেবে বোনের বিচার ছিনিয়ে আনব। কথা দিয়েছি ওর বাবা, মাকে।

চলুন আজ সবাই মিলে শপথ নিই। আমার বোনটির ন্যায় বিচার ছিনিয়ে আনবই।

'অভয়া তুমি নির্ভয়ে থাকো, বিচার তুমি পাবেই।তোমাকে মেরে ফেলা নরখাদক গুলো ফাঁসি কাঠে যাবেই।।'

সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে, সুন্দর হয়ে উঠবে দিল্লি, আশ্বাস পরভেশ বর্মার

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে, জাতীয় রাজধানী দিল্লি সুন্দর হয়ে উঠবে। আশ্বাস দিলেন নতুন দিল্লি আসনে জয়ী বিজেপি প্রার্থী পরভেশ বর্মা। রবিবার পরভেশ বর্মা বলেছেন, 'বিজেপি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাকে নতুন দিল্লি বিধানসভা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিয়েছেন। নির্বাচিত সকল বিধায়ককে আমি অভিনন্দন জানাই। ১৯৯৩ সালের স্মৃতি এখন নতুন হয়ে উঠেছে। আমি সমস্ত জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সরকার দিল্লি এবং সমস্ত অঞ্চলের জন্য কাজ করবে। সাহেব সিং বর্মার সব স্বপ্ন পূরণ হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমস্ত সংকল্প পূরণ হবে। আমরা দিল্লিকে সুন্দর করব।' রবিবার সকালে পশ্চিম দিল্লির মুন্ডকায় ভৈরব মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করেছেন পরভেশ বর্মা। এছাড়াও নিজের বাবা ও দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ডঃ সাহেব সিং বর্মাকে শ্রদ্ধা জানান পরভেশ বর্মা। পরে তিনি বলেন, 'আমার বাবার জীবন আমার জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলি করা আমার অঙ্গীকার। দিল্লির মানুষ যেভাবে আমাদের আশীর্বাদ করেছেন, দিল্লির সমস্ত বিধায়ক প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে দিল্লিকে সুন্দর করতে কাজ করবেন। দিল্লির মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর আস্থা দেখিয়েছে এবং এই জয়ের কৃতিত্ব তারই।'

বিতর্কিত পেনাল্টিতে রিয়ালের সঙ্গে ড্র অ্যাতলেটিকোর

সান্তিয়াগো, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে লা লিগার খেলা রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে তাদের নগর প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ। প্রথমার্ধের ৩১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদকে এগিয়ে দেন হুলিয়ান আলভারেজ। তবে পেনাল্টি নিয়ে রয়েছে চরম বিতর্ক। দ্বিতীয়ার্ধে ৫০ মিনিটে গোলটি শোধ দেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

ম্যাচের অধিকাংশ সময় বল নিজেদের দখলে রেখেছিল রিয়াল। অ্যাতলেটিকো খুব বেশি আক্রমণে যেতে পারেনি। রিয়ালও অবশ্য প্রথমার্ধে গোল করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি। গোল খাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে রিয়াল মরিয়া হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে ২৩টি শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখে রিয়াল মাদ্রিদ। আর অ্যাতলেটিকো শুধু গোলের শটটাই লক্ষ্যে রেখেছিল।

এই ড্র-এ লা লিগায় রিয়ালের বিপক্ষে অপরাজিত থাকার রেকর্ডটা আরও সমৃদ্ধ হল অ্যাতলেটিকোর। সর্বশেষ ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে লা লিগায় সিমিওনের দলকে হারিয়েছিল রিয়াল। লা লিগায় গত পাঁচ ম্যাচেই অ্যাতলেটিকোর বিরুদ্ধে জয়হীন থাকল রিয়াল। এই মরসুমে প্রথম লেগেও ১-১ গোলে ড্র করেছিল এই দুই নগর প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই ড্রয়ে লাভটা হল বার্সেলোনার। ২৩ ম্যাচে ১৫ জয় এবং ৫ ড্রয়ে ৫০ পয়েন্ট রিয়ালের। সমান ম্যাচে ১৪ জয় এবং ৭ ড্রয়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ। এক ম্যাচ কম খেলা বার্সেলোনা রিয়ালের চেয়ে পিছিয়ে ৫ পয়েন্টে। তাদের সংগ্রহ ৪৫।

ভোটে ভরাডুবি এএপি-র, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অতিশী

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী মারলেনা। রবিবার সকালে রাজ নিবাসে গিয়ে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন অতিশী। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে খুব খারাপভাবে হেরেছে এএপি। ৭০টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ৪৮টি আসনে।

দলের ফল খারাও হলেও, দিল্লির কালকাজি বিধানসভা আসনে জিতেছেন অতিশী। তিনি বিজেপির রমেশ বিধুরি ও কংগ্রেসের অলকা লাম্বাকে হারিয়ে দিয়েছেন। আর রবিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন।

অবশেষে

● প্রথম পাতার পর

দুবার পদত্যাগ পত্র পেশ করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অনেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধা দেন। তাই এবার দিল্লি থেকে ফিরে একেবারে নীরবে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন নংথমবাম বীরেন সিং।

বন দপ্তরের গোপন অভিযানে লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ উদ্ধার

ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি : ফের বন দপ্তরের গোপন অভিযানে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার সেগুন কাঠ। পলাতক কাঠ মাফিয়ারা। ঘটনা কদমতলা ফরেস্ট বিটের চল্লিশদ্রোন এলাকায়।

জানা গেছে, রবিবার ভোরে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় বনদপ্তর কদমতলা ফরেস্ট বিটের চল্লিশদ্রোন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কদমতলা ফরেস্ট বিটের অফিসার তথা ফরেস্টার অভিজিৎ দাস এবং ধর্মনগর রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথের নেতৃত্বে একটি দল ওই এলাকায় হানা দেয়।

বনদপ্তরের অভিযানের খবর পেয়ে কাঠ মাফিয়ারা দ্রুত পালানোর চেষ্টা করে। কাঠ বোঝাই একটি গাড়ি নিয়ে পালানোর সময় রাস্তায় বাক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ধানের জমিতে পড়ে যায়। পাচারকারীরা এরপর গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়।

বনদপ্তর ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠ উদ্ধার করেছে, যার আনুমানিক মূল্য লক্ষাধিক টাকা। তবে, পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। বনদপ্তর তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই তাদের গ্রেফতার করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রামঠাকুর সংঘের ৫৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি : শহরের বনেদী ক্লাব রামঠাকুর সংঘ তাদের ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। আগামী ১৯শে জানুয়ারি তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই দিনটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করবে তারা। যার মধ্যে রয়েছে আবৃত্তি, নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ১৬ই জানুয়ারি রয়েছে রক্তদান শিবির। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার হাতে ওই রক্তদান শিবির উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে সামনে রেখে রবিবার ক্লাবঘরে অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। আজকের এই প্রতিযোগিতায় মোট তিনটি বিভাগে ১২০ জনের মতো প্রতিযোগী প্রতিযোগীনি অংশগ্রহণ করেন। আজকের এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

গুরুতর অসুস্থ উত্তম মোহান্তি, জটিল রোগে ভুগছেন জনপ্রিয় অভিনেতা

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন জনপ্রিয় ওড়িয়া অভিনেতা উত্তম মোহান্তি! সঙ্কটজনক অবস্থা তাঁর। সিরোসিস অফ লিভারে ভুগছেন উত্তম মোহান্তি। কিছু দিন ভুবনেশ্বরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি। অবস্থার আরও অবনতি ঘটায় শনিবার রাতে তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে দিল্লিতে।

তিন দিন আগে তাঁকে ভুবনেশ্বরের একটি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছিল। পরে ভেন্টিলেশনে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। অবস্থার কোনও উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকেরা বর্ষীয়ান অভিনেতাকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শ মেনে দিল্লির হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

গাজোলে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার

মালদা, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মালদার গাজোলে জাতীয় সড়কের ধারে পাচার হচ্ছিল ব্রাউন সুগার। শনিবার রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে গাজোল থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধার হওয়া নিষিদ্ধ মাদক মালদা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জানা গেছে, গাজোলের কদুবাড়ি মোড় এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে সন্দেহজনক একটি গাড়িকে চিহ্নিত করে অভিযান চালানো হয়। পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হয় ৫১৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার। আটক করা হয় দুজনকে। যার মধ্যে রয়েছে একজন নাবালক। ধৃতদের বাড়ি বিহারে। মাদক পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গাড়িটিকেও আটক করেছে পুলিশ।

ভাঙড়ে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি, টাকা ছিনতাই করলো দুষ্কৃতীরা

ভাঙড়, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গুলি চলার ঘটনায় উত্তেজনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড়ে। এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে তাঁর কাছ থেকে নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের উত্তর কাশীপুর থানার বেলেদানা এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার রাতে বেলেদানা বাজারে পাইকারি হারে সব্জি কিনতে যাচ্ছিলেন ওই ব্যবসায়ী। বাজারে পৌঁছনোর আগে এক অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকে দাঁড়ায়। দু'এক কথার মধ্যে আচমকা গুলি চালায় ওই দুষ্কৃতী। সেই সঙ্গে ব্যবসায়ীর কাছে থাকা ১৬ হাজার টাকা ছিনতাই করে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায় সে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

এফএ কাপ: কোনওক্রমে মান বাঁচালো ম্যানসিটি, টপকালো চতুর্থ রাউন্ডের বাধা

ম্যানচেস্টার, ৯ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): লেইটনের মাঠ ব্রিসবেন রোডে ইংলিশ ফুটবলের তৃতীয় স্তরের ক্লাব লেটন অরিয়েন্ট কাছেও হারতে বসেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। ১৬ মিনিটে আত্মঘাতী গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে তারা। তিন দিন পর রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফ ম্যাচ। সেই ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে বেঞ্চএর শক্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল সিটি কোচগার্দিওলা। শেষ পর্যন্ত দলের তারকা খেলোয়াড় কেভিন ডি ব্রুইনাকে বদলি নেমে মান বাঁচলো সিটির। এর ফলে শনিবার ২-১ গোলে জিতে এফএ কাপে চতুর্থ রাউন্ডের বাধা টপকালো সিটিজেনরা।

১৬ মিনিটে জেমি ডনলির আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ে লেটন অরিয়েন্ট।পিছিয়ে পড়ার পর একের পর এক আক্রমণে গিয়েও হতাশ হতে হয় ম্যানসিটিকে।

১-০ গোলে পিছিয়ে থেকেই গার্দিওলার দলকে যেতে হয়েছে বিরতিতে। ম্যানসিটি দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঢেউ তোলে। শেষ পর্যন্ত সিটি সমতায় ফেরে ৫৬ মিনিটে। রিকো লুইসের শট ডিফ্লেক্টেড হলে সমতা ফেরান আব্দুলকদির খুসানোভ।

এরপরই অর্থাৎ ৭৯ মিনিটে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নামেন ডি ব্রুইনা। নামার সাত মিনিট পর ডি ব্রুইনা স্বস্তি ফেরান। জ্যাক গ্রিলিশের ভাসানো বল বক্সের মধ্যে গিয়ে টোকা দিয়ে আড়াআড়ি শটে স্কোর ২-১ করেন। শেষ পর্যন্ত অঘটনের শিকার হতে হয়নি বর্তমান লিগ চ্যাম্পিয়নদের।আবদুকোদির খুসানভ ও কেভিন ডি ব্রুইনার গোলে ২-১ ব্যবধানের কষ্টার্জিত জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে সিটি।

গান্ধীগ্রামে ওএনজিসি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি:গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ওএনজিসি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সিএসআর উদ্যোগে বামুটিয়া বিধানসভার পশ্চিম গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েতের দুগাঙ্গীতে এলাকার গরিব দুঃস্থদের মধ্যে ১০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস, বামুটিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষধন দাস, সমাজসেবক শিবেন্দ্র দাস, ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক বীরচন্দ্র দেববর্মা, সাংগঠনিক সম্পাদক নীলরতন সরকার সহ অন্যান্যরা।

এ ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনে ও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা।

ছত্তিশগড়ে খতম ৩১

● প্রথম পাতার পর

সালের ৩১ মার্চের আগে আমরা দেশ থেকে নকশালবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করব, যাতে দেশের কোনও নাগরিককে এর জন্য প্রাণ হারাতে না হয়।'

পিস্তল-কার্তুজ সহ মণিপুরের

● প্রথম পাতার পর

মণিপুরের জনৈক ব্যক্তি পিস্তল ও কার্তুজ নিয়ে লামডিং থেকে আগরতলায় এসেছে। তারা সেই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন।

অবশেষে খোয়াই সিঙ্গিছড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পিস্তল ও কার্তুজ পাচারের সময় তাকে হাতেনাতে ধরা হয়। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে মোট ৪টি পিস্তল (রাশিয়া, মার্কিন এবং ভারতীয় তৈরি), ১৫০টি কার্তুজ এবং ৫টি ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়েছে। এরপর ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত এখন জেল হেফাজতে রয়েছে।

নিন্দুকেরা সব

● প্রথম পাতার পর

সময় গন্তব্যে পৌঁছানো যায়।

এই সম্মেলনের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নে প্রকৌশলীরা আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে, ত্রিপুরা সরকার আগরতলা শহরকে যানজটমুক্ত করতে আরও চারটি উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা এই পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন।

প্রস্তাবিত উড়ালপুলগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন, সার্কিট হাউজের গান্ধী মূর্তির সামনে থেকে আস্তাবল ময়দান পর্যন্ত একটি উড়ালপুল, আস্তাবলের সামনে থেকে হারাধন সংঘ হয়ে আইজিএম হাসপাতাল পর্যন্ত আরেকটি উড়ালপুল, আস্তাবলের সামনে থেকে বিকে রোড হয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে পর্যন্ত একটি এবং মোটরস্ট্যান্ড থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনি পর্যন্ত একটি উড়ালপুল তৈরি করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, এই উড়ালপুলগুলি নির্মিত হলে শহরের যানজট অনেকটাই কমে যাবে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত সহজ হবে।

কোটি টাকার নেশা

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে একটি গ্যালেনের ভেতর পাঁচ প্যাকেটে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়। পুলিশ সুপার জানান উদ্ধারকৃত নেশা জাতীয় ট্যাবলেটের কালো বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মত। বাগবাসা থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

এদিকে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে আটক নেশাজাতীয় কফসিরাপ সহ ইয়াবা ট্যাবলেট।আটক একটি অল্টো গাড়ি সহ এক পাচারকারী।

জানা গেছে, রবিবার দুপুরে গোপন খবরের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানাধীন ধর্মনগর -কৈলাসহর মূল সড়কের আনন্দবাজার নাকা পয়েন্টের কর্তব্যরত পুলিশ কৈলাসহর অভিমুখী টিআর০৫ - এফ -০৩৮২ নম্বরের একটি অল্টো গাড়ি আটক করে। তারপর অল্টো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির গোপন কক্ষ থেকে পঞ্চাশ বোতল নেশাজাতীয় কফসিরাপ ফেন্সিডিল ও চার হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। সাথে আটক করা হয় গাড়ি চালক তথা নেশা পাচারকারী হেলাল মিয়া (২৮),পিতা মৃত আব্দুল লতিফ কে। তার বাড়ি ধর্মনগর থানাধীন সাখাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নম্বর ওয়ার্ডে।

এদিকে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি জরিন পুইয়া জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান হয়েছে এদিন। বর্তমানে নেশাসামগ্রী সহ গাড়ি ও পাচারকারী সানীয় থানার হেফাজতে রয়েছে। সানীয় থানায় একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। অপরদিকে সোমবার ধৃতকে ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

বটতলায় নেশা সামগ্রী সহ তিন

● আটের পাতার পর

আগরতলা থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে আজ তাদের হাতেনাতে ধরে।

পুলিশ তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং খতিয়ে দেখছে এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা।

ধর্মনগরে পথ দুর্ঘটনায়

● আটের পাতার পর

ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় টমটমটি দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং টমটমের সামনে বসে থাকা বৃদ্ধ যাত্রী আব্দুল লতিফ ঘটনাস্থলেই মারা যান। টমটম চালক, দুই শিশু ও এক মহিলা গুরুতর আহত হন। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা দুর্ঘটনার ভয়াবহতা দেখে সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মনগর দমকল অফিসে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

বক্সনগর সৎসঙ্গ কেন্দ্রে

● আটের পাতার পর

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে কলসিমুড়া এলাকার সকল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও রবিবার মহা প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কর্নেল কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে প্রগতি প্লে সেন্টারের জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে প্রগতি প্লে সেন্টার। যদিও মাঝপথে এগিয়ে চল সংঘের সঙ্গে আট উইকেটে একটি ম্যাচে তাদের পরাজয় কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে। পঞ্চম ম্যাচের মাথায় প্রগতি প্লে সেন্টার আজ, রবিবার কর্নেল কোচিং সেন্টার কে ৫ উইকেটে পরাজিত করে চতুর্থ জয় পেয়েছে। পঞ্চম ম্যাচের মাথায়। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের বি গ্রুপের। পশ্চিম নোয়াবাদী দক্ষিণ হাই স্কুল মাঠে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্নেল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৪২.৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২০ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার ২৪.১ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের অনিকেষ বিশ্বাস ২২ রানে ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে জয়ের ক্ষেত্রে ভালো ভূমিকা নিয়েছে। এছাড়া, যশ দেববর্মা পেয়েছে দুটি উইকেট। ব্যাটিংয়ে শ্রেষ্ঠাংশু দেবের ৬৩ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। কর্নেল কোচিং সেন্টারের অপরাজিত বৈশ্যের ২৩ রান এবং শুভজিৎ নন্দীর ২০ রান, বোলিংয়ে দেব ভৌমিকের ৩ উইকেট দখল কিছুটা উল্লেখ করার মতো। দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে অনিকেষ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

মহিলা ক্রিকেটে অনুরাগীকে ১০ উইকেটে হারিয়ে জয় অব্যাহত তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সহজ জয় পেল তরুণ সংঘ কোচিং সেন্টার। ১০ উইকেটে পরাজিত করলো ক্রিকেট অনুরাগী কে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট আসরে। রবিবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। সকালে টসে জয়লাভ করে ক্রিকেট অনুরাগী মাত্র ৩৯ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ২১ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। তরুণ সংঘের পক্ষে প্রিয়াংকা সাহা সাত রানের চারটি এবং শিউলি চক্রবর্তী ১০ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে তরুণ সংঘ কোচিং সেন্টার ২৩ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয়রা রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ঝুমকি দেবনাথ ১৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রানে এবং প্রিয়াঙ্কা সাহা ৫ বল খেলে পাঁচ রানে অপরাজিত থেকে যান।

টানা ১০ বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেলবেন না বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে

বিশ্ব দাবা সংস্থার (ফিডে) ইভেন্টে আর খেলবেন না ম্যাগনাস কার্লসেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা দাবাড়ু আর বিশ্ব দাবা সংস্থার প্রতিযোগিতায় খেলবেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি ফ্রিস্টাইল দাবা গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্যুর প্রতিযোগিতায় বেশি মন দেবেন। সেই কারণে ফিডের প্রতিযোগিতায় খেলবেন না বলে জানিয়েছেন। ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ফিডের প্রতিযোগিতায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিলেন তিনি।

এই বছর থেকেই কার্লসেনের ফ্রিস্টাইল গ্র্যান্ড স্ল্যাম শুরু হচ্ছে। এর আগে ফিডের সঙ্গে গন্ডগোলে জড়িয়েছিলেন তিনি। এ বার ফিডের প্রতিযোগিতা না খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন কার্লসেন। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কার্লসেন বলেন, "আমার সঙ্গে ফিডের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে এই মুহূর্তে যে কর্তারা রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে।" কার্লসেন জানিয়েছেন আপাতত কাতারে আয়োজিত বিশ্ব র‍্যাপিড এবং ব্লিৎজ চ্যাম্পিয়নশিপে খেলবেন না। ২০১৩ সালের পর এই প্রথম বার কার্লসেন এই প্রতিযোগিতা খেলছেন না। কার্লসেন বলেন, "আমার এই প্রতিযোগিতায় খেলার কোনও প্রশ্নই নেই।" কিছু দিন আগে ফিডে-র প্রধান আর্কাডি ভোরকোভিচের পদত্যাগ দাবি করেছিলেন কার্লসেন। ফাঁস করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত কথাবার্তাও। ফিডে এবং ফ্রিস্টাইল দু'টি আলাদা সংস্থা। এই দুই সংস্থার মধ্যে গন্ডগোল। তাতেই ফিডে-র উপর ক্ষুব্ধ কার্লসেন। তিনি ফ্রিস্টাইলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ফিডে এবং ফ্রিস্টাইলের মধ্যে গন্ডগোলের কারণ প্রতিযোগিতার নাম। দু'টি সংস্থাই 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ' নামে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কার্লসেনের সঙ্গে ইয়ান হেনরিক বুয়েটনার দাবার নতুন একটি প্রতিযোগিতা তৈরি করেন। রবিবার থেকে যে প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা। সেই প্রতিযোগিতার নাম 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ' দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে আপত্তি ফিডে-র। তাদের দাবি, শুধু তারাই কোনও প্রতিযোগিতার নাম 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ' রাখতে পারবে। কার্লসেনের দাবি, দাবাড়ুদের একটি চুক্তিতে সই করাচ্ছে ফিডে। অন্য কোনও সংস্থার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বাঁধা দেওয়ার জন্যই ওই চুক্তি বলে মনে করা হচ্ছে। কার্লসেন বলেন, "২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর আমার বাবাকে ফিডে-র তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে, ফিডে এবং ফ্রিস্টাইলের মধ্যে যা-ই হয়ে যাক, তাতে দাবাড়ুদের কোনও সমস্যা হবে না।" ভোরকোভিচ জানিয়েছেন যে, ফিডে যদি তাঁর দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তা হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। কার্লসেনের দাবি, ফিডে সভাপতির পদত্যাগ করা উচিত। কারণ তিনি যে কথা দিয়েছিলেন, তা রাখতে পারেননি।

প্রকাশ্যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আনুষ্ঠানিক গান প্রকাশিত হল। পাকিস্তানের সঙ্গীত শিল্পী আতিফ আসলাম 'জিতো বাজি খেল কে' শীর্ষক গানটি গেয়েছেন। শুক্রবার গানটির ভিডিয়ো অ্যালবাম প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। গানে রয়েছে ক্রিকেটীয় উন্মাদনার আঁচ।

১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপের ২৯ বছর পর পাকিস্তানে আয়োজিত হতে চলেছে বিশ্বমানের কোনও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হতে বাকি আর ১২ দিন। এক দিনের ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা আটটি দলের প্রতিযোগিতা ঘিরে উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ছে পাকিস্তানে। সেই উন্মাদনা আরও বেড়েছে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানিক গান প্রকাশ পাওয়ায়। পাকিস্তানের সঙ্গীত শিল্পী আতিফের কণ্ঠে পূর্ণতা পেয়েছে 'জিতো বাজি খেল কে' (খেলে বাজিমাত কর) শীর্ষক গানটি। শুক্রবার নিজেদের ওয়েবসাইট এবং সমাজমাধ্যমে গানটি প্রকাশ করেছে আইসিসি।

গানটির প্রযোজক আবদুল্লাহ সিদ্দিকী। গীতিকার আদনান ঢুল এবং আসফান্দিয়ার আসাদ। আসলাম ছাড়াও পাকিস্তানের আরও কিছু শিল্পী রয়েছেন ভিডিয়োয়। ১ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডের ভিডিয়োয় পাকিস্তানের সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে। আইসিসি কর্তাদের আশা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গান জনপ্রিয় হবে এবং ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে মুখে ঘুরবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে উচ্ছ্বসিত আসলামও। তিনি বলেছেন, "ক্রিকেট আমার খুব পছন্দের খেলা। ছোটবেলায় জোরে বোলার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। ক্রিকেটের প্রতি আবেগের জন্য সমর্থকদের উন্মাদনা, উচ্ছ্বাস, অনুভূতিগুলি বুঝতে পারি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অংশ হতে পেরে আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে হাইব্রিড মডেলে শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতীয় দলের ম্যাচগুলি হতে দুবাইয়ে। বাকি সব ম্যাচ হবে পাকিস্তানের মাটিতে। করাচি, লাহোর এবং রাওয়ালপিন্ডিতে হবে ম্যাচগুলি। ভারতের প্রথম খেলা ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

'রান না পেলে লোকে প্রশ্ন করবেই', রোহিতকে শুনিয়ে দিলেন অশ্বিন

রোহিত শর্মার দুঃসময় কিছুতেই কাটছে না। টেস্ট ক্রিকেটে দীর্ঘদিন রানের মধ্যে নেই। তাঁর নেতৃত্বে দল হারছে। নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তার চেয়েও বেশি করে প্রশ্ন উঠছে দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে। পছন্দের ওয়ানডে ফরম্যাটে ফিরেও তথৈবচ অবস্থা ভারত অধিনায়কের। এই পরিস্থিতিতে ভারত অধিনায়ককে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র দেওয়ার ছলে যেন 'কটাক্ষ'ই ছুঁড়ে দিলেন প্রাক্তন সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

অশ্বিন রোহিতকে বলছেন, "যতদিন ব্যাটে রান আন আসছে, ততদিন লোক তোমাকে নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। ব্যাট হাতেই জবাব দিতে হবে।" আসলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ শুরুতেই রোহিতকে তাঁর ব্যক্তিগত ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যান। আবার প্রথম ম্যাচে ব্যর্থতার পর দলের জয়ের প্রশংসা শোনা গিয়েছে রোহিতের মুখে। দলে কোথায় সমস্যা সেটাও তুলে ধরেছেন তিনি। কিন্তু নিজের ফর্ম নিয়ে টু শব্দ করেননি। স্বাভাবিকভাবেই নানাবিধ প্রশ্নে তিনি জর্জরিত।

অশ্বিন বলছেন, এই পরিস্থিতি এড়ানোর একটাই উপায়। সেটা হল, ভালো ব্যাট করা। অশ্বিন বলছেন, "কাজটা খুব কঠিন। রোহিতের দিকটা ভাবলে বোঝা যাবে এটা খুব হতাশাজনক। ও হয়তো সিরিজ শুরুর আগে প্রচুর আত্মবিশ্বাস নিয়ে এসেছিল। হয়তো ভেবেছিল এই ফরম্যাটে আমার ব্যাটে ভালো রান আসছে। সেটাই চালিয়ে যাব। কিন্তু সমস্যা হল, মানুষ প্রশ্ন করবেই।" অশ্বিন বলছেন, দর্শকদের কাজই প্রশ্ন করা।

রোহিতের দীর্ঘদিনের সতীর্থ তথা সদ্য জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়া তারকা বলছেন, "এটা জটিল পরিস্থিতি। এই প্রশ্নগুলো থামানো যাবে না। যেদিন ব্যাট হাতে তিনি পারফর্ম করবেন, সেদিন থেকেই একমাত্র ওই প্রশ্নগুলো থামানো যাবে। ক্রিকেটার হিসাবে আমি বুঝতে পারছি, রোহিতকে কীসের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। এটা খুব কঠিন কাজ।

আমার প্রার্থনা, ও যেন ভালো খেলতে পারে। এই সিরিজে একটা সেঞ্চুরি পাক।"

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী রোহিতেরা পেলেন বিশেষ আংটি

আমেরিকার বাস্কেটবল এবং ফুটবল লিগকে অনুকরণ করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারদের দেওয়া হল বিশেষ ধরনের আংটি। গত ১ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে ক্রিকেটারদের হাতে সেই আংটি তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে তা প্রকাশ্যে এসেছে শুক্রবার। বোর্ডই একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে আংটি দেওয়ার কথা জানিয়েছে।

গত বছর জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। সেই দলের প্রত্যেক সদস্য এবং সাপোর্ট স্টাফকে আংটি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি আংটির উপরে রয়েছে অশোকচক্র। ক্রিকেটারদের নামও খোদাই করা রয়েছে। আংটি তৈরি হয়েছে সোনা এবং হিরে দিয়ে। আকর্ষণীয় নকশা রয়েছে গোটা আংটিতেই। উপরে 'ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন্স' শব্দ দু'টি খোদাই করা রয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন দলকে আংটি দেওয়ার রীতি রয়েছে আমেরিকায়। দীর্ঘ দিন ধরেই এই প্রথা চলে আসছে। বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের আংটি দেওয়া হচ্ছে ১৯৪৭ সাল থেকে।

জিবি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লাগাতর দুই ম্যাচে জয়ী তরুণ সংঘ। ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায় এটি তৃতীয় জয়। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে তরুণ সংঘ ৬২ রানের ব্যবধানে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে জিবি প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৩৯ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে জিবি প্লে সেন্টার ৪৩.৪ ওভার খেলে ১৭৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে সায়ন্তন রায়ের ৮৭ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে শতদ্বীপ দেবনাথ এর তিনটি এবং সৃজনদীপ দাস ও অংশুমান দাস দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জিবি প্লে সেন্টারের অভয় দেব ৪৭ রান ও ঋতুরাজ ঘোষ ৪১ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। ভালো ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে সায়নদীপ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

তোরেসের হ্যাটট্রিক, শেষ চারে বার্সা

কোপা দেল রে-র কোয়ার্টার ফাইনালে বার্সেলোনা ৫-০ গোলে হারাল ভ্যালেন্সিয়াকে। হ্যাটট্রিক করলেন ফেরান তোরেস। লা লিগায় ঠিক আগের ম্যাচেই লিয়োনেল মেসির পুরনো ক্লাব ৭-১ গোলে হারিয়েছিল এই ভ্যালেন্সিয়াকেই। এ বারও বড় জয়, এবং পাঁচ গোলে! তোরেসের হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি একটি করে গোল করলেন ফারমিন লোপেজ ও লামিনে ইয়ামাল।

তোরেস একসময় ভ্যালেন্সিয়াতেই খেলতেন। খেলার তিন মিনিটেই তিনি ১-০ করে দেন। আর আধ ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যায় তাঁর হ্যাটট্রিক। তোরেস হ্যাটট্রিক করে বলেছেন, "আমরা ভেবেছিলাম এটা খুব কঠিন একটা ম্যাচ হতে যাচ্ছে। কারণ, মেস্তায়ায় খেলা সব সময় কঠিন। আমাদের ভাগ্য ভাল যে আমরা ম্যাচের প্রথম দিকেই গোল করেছি।"

বার্সার নতুন জার্মান কোচ হান্সি ফ্লিকের প্রতিক্রিয়া, "দল কিন্তু প্রথম মিনিট থেকেই আগ্রাসী খেলেছে। ছেলেদের বলেছিলাম, কোয়ার্টার ফাইনালে কোনও দ্বিতীয় সুযোগ নেই। ওরা সত্যিই আমার কথা রেখে দারুণ খেলেছে। শুরু থেকেই আমরা মনোযোগী ছিলাম সুযোগ তৈরি করতে। সবচেয়ে বড় কথা সেইসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোলও করেছি।"

অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল সোসিয়েদাদ ২-০ গোলে ওসাসুনাকে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছে।

দ্রাবিড়, রোহিতকে ছুঁয়ে ফেললেন স্মিথ

থামানো যাচ্ছে না স্টিভ স্মিথকে। অধিনায়কত্ব পেয়ে হারানো ফর্মও ফিরে পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের পর দ্বিতীয় টেস্টেও শতরান করেছেন তিনি। চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়াও।

টেস্টে ৩৬তম শতরান হয়ে গেল স্মিথের। রাহুল দ্রাবিড় এবং জো রুটকে ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। পাশাপাশি সব ফরম্যাট মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৮টি শতরান হল। এ ক্ষেত্রে তিনি ছুঁয়ে ফেলেছেন রোহিত শর্মাকে। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক শতরানের তালিকায় স্মিথ রয়েছেন সাত নম্বরে। আর একটি শতরান করলেই তিনি পাঁচে চলে যাবেন। এশিয়াতে এটি স্মিথের সপ্তম শতরান।

মহিলা ক্রিকেটে জিবি-কে হারিয়ে প্রথম জয় পেলো নিউ প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয়। নিউ প্লে সেন্টারের। ৭৭ রানে পরাজিত করল জি বি প্লে সেন্টারকে। আসরে প্রথম জয় পেলো নিউ প্লে সেন্টার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আমন্ত্রণ মূলক সিনিয়র মহিলাদের এক দিবসীয় ক্রিকেটে। রবিবার মোহনপুরের তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে নিউ প্লে সেন্টার টসে জয় লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৫৫ রান করে। দলের পক্ষে ক্রিস্টিনা রেমা ৬৮ বল খেলে আটটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫২, মিষ্টু মালাকার ৬০ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৫০ রান। জি বি প্লে সেন্টার এর পক্ষে সায়ন্তিকা ঘোষ তিন রানে , টিয়া রায় ১৩ রানে নেহারীকা নম ১৮ রানের দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেবে জি বি প্লে সেন্টার ৭৮ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে তৃষ্ণা ছেত্রী ১৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে এগারো রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খেতে পায় ৩০ রান। নিউ প্লে সেন্টারের পক্ষে স্নেহা সরকার আট রানে পাঁচটি এবং সৃজিতা মজুমদার ১৭ রানের দুটি উইকেট দখল করেন।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নতুন নিয়ম? আরও অসম হবে ব্যাট-বলের লড়াই

লাল বলের ক্রিকেটের থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে ব্যাটারেরা বেশি সুবিধা পান। বিভিন্ন দেশের টি-টোয়েন্টি লিগে ব্যাটারদের মাঠ ছোট করে দেওয়া হয়। আইপিএলে আবার রয়েছে ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের নিয়ম। অনেকের মতে যা অলরাউন্ডারদের জন্য ক্ষতিকর। এমন অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড চাইছে বিগ ব্যাশ লিগে নতুন নিয়ম আনতে। কিছু ক্রিকেটারেরা প্রস্তাবও দিয়েছেন নিজেদের মতো। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আসলে কোন ধরনের নিয়ম প্রয়োজন? কী বলছেন বাংলার ক্রিকেটারেরা?

অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি লিগে কী ধরনের নিয়ম আনা যায় তা নিয়ে বোর্ডকর্তাদের আলোচনাও হয়েছে বলে শোনা গিয়েছে। এর মাঝেই পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেটারদের কাছে কোন কোন নতুন নিয়ম আনা যায় তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন রকমের প্রস্তাব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়েছিল মেলবোর্নে। সেখানেই বিভিন্ন ক্রিকেটারের কাছে উপদেশ চাওয়া হয়েছিল। কেউ বলেছেন ওয়াইড বলের পর ফ্রি হিট দেওয়া উচিত, কেউ বলেছেন ব্যাট করতে নেমে প্রথম বলে ব্যাটারদের আউট দেওয়া যাবে না। কারও মতে, মাঠের আয়তন আরও বড় করে দেওয়া উচিত। সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ক্রিকেট এখন শুধুই ব্যাটারদের খেলা। দর্শকেরা মাঠে আসেন চার-ছয় দেখার জন্য। যে কারণে নিয়মগুলিও তেমন হয়ে গিয়েছে। বাংলার রঞ্জিজয়ী অধিনায়ক ভারতীয় দলের নির্বাচকও ছিলেন। সম্বরণ বললেন, "ক্রিকেট ব্যাটারদের খেলা। এর পরেও যদি ব্যাটারদের সুবিধা করে কোনও নিয়ম আনা হয়, তা হলে কেউ বল করতে চাইবে না। নিয়ম যদি পরিবর্তন হয়, তা হলে এমন নিয়ম আনা উচিত যা বোলারদের সাহায্য করবে।"

একমত সৌরাশিস লাহিড়ীও। তিনি মনে করেন, যে নিয়মই করা হোক তাতে ব্যাটার এবং বোলারেরা যেন সমান সুবিধা পান। ১০০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন সৌরাশিস। বাংলাকে বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন। বাংলার হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ২২টি। ঘরোয়া ক্রিকেটে ১৬ বছরের কেরিয়ারে ৩৪৯টি উইকেট রয়েছে তাঁর। সৌরাশিসের মতে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখন ব্যাটারেরা অনেক বেশি সুবিধা পান। সেটার দিকে নজর দেওয়া উচিত। সৌরাশিস বলেন, "ক্রিকেটকে আকর্ষণীয় করা মানে কিন্তু ব্যাটারদের বাড়তি সুবিধা করে দেওয়া নয়। এমন নিয়ম আনা উচিত, যাতে ব্যাটার এবং বোলার সকলেই সমান ভাবে লড়তে পারে। টেস্ট ক্রিকেটে যেমন সমানে সমানে লড়াই হয়, সাদা বলের ক্রিকেটে ততটা হয় না। অনেক নিয়মই রয়েছে যেগুলো ব্যাটারদের সুবিধা করে দেয়। সেই দিকে আরও নজর দেওয়া উচিত।"

বুমরাহের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ছে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জসপ্রীত বুমরাহের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা বেড়েই চলেছে। ভারতীয় পেসার এখনও পিঠের চোট পুরোপুরি সারিয়ে উঠতে পারেননি বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে আরও কিছু দিন থাকতে হবে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ)। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাঁকে পাওয়া যাবে কি না এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এনসিএ-তে বুমরাহের স্ক্যান এবং পর্যবেক্ষণ শেষ হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সামগ্রিক মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়া যাবে। বোর্ডের চিকিৎসক দলের সঙ্গে আলোচনা করা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য বুমরাহকে আরও কিছু দিন এনসিএ-তে থাকতে বলা হয়েছে। চিকিৎসক দলের কাজ শেষ হয়ে গেলেই ভারতের দল পরিচালন সমিতিকে বুমরাহের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। মেডিক্যাল রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর ক্রাইস্টচার্চের যে চিকিৎসককে বুমরাহ দেখিয়েছেন, সেই রোয়ান শাউটেনের মতামতও নেওয়া হবে। জানুয়ারিতে বুমরাহের প্রথম স্ক্যানের সময়েও শাউটেনকে জানানো হয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দল জানানোর সময় এগিয়ে আসছে। তাই বুমরাহকে নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভারতকে। নাগপুরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচের আগে অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছিলেন, স্ক্যান হয়ে গেলেই বুমরাহকে নিয়ে ধোঁয়াশা স্পষ্ট হবে। ইংল্যান্ড সিরিজে বুমরাহ খেলতে পারছেন না। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে বরুণ চক্রবর্তীকে। বুমরাকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে না পাওয়া গেলে বরুণ বা হর্ষিত রানার মধ্যে যে কোনও একজনকে বেছে নেওয়া হবে।

পুরো সুস্থ না হলেও বুমরাহকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলানোর ভাবনা ভারতের

১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রতিটি দেশকে তাদের দল ঘোষণা করে দিতে হবে। অর্থাৎ, বাকি আর ৪ দিন। ভারতের মাথাব্যথা এখনও জসপ্রীত বুমরাহ। তিনি পুরো সুস্থ নন। তাঁকে কি পাওয়া যাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে? পুরো সুস্থ না হলেও তাঁকে বিশেষ উপায়ে খেলাতে পারে ভারত।

বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, বুমরাহকে নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর ও নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। বুমরাহ পুরো সুস্থ না হলেও মাঠে নেমে অনেক বোলারের থেকে বেশি ভাল বল করতে পারেন। ফলে তাঁকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে রাখা হতে পারে। কিন্তু সব ম্যাচ খেলানো হবে না। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তান ও পরবর্তী সময়ে নক আউটে উঠলে সেখানে খেলতে পারেন বুমরাহ। প্রতিযোগিতার মাঝেও তাঁর দিকে নজর রাখবেন চিকিৎসকেরা। তাঁকে আরও সুস্থ করার প্রক্রিয়া চলবে।

তবে তার পরেও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বুমরাহের অতীত চোটের ইতিহাস রয়েছে। তিনি এখন তিনটি ফরম্যাটেই বিশ্বের সেরা বোলারদের মধ্যে অন্যতম। তাই চোট পুরো না সারার আগে খেলালে চোট আরও বাড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরও সমস্যা হতে পারে। বুমরাহকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না ভারতীয় বোর্ড। তাই পুরো সুস্থ না হলে কি তাঁকে ভারত খেলাবে? সেই প্রশ্ন উঠছে। বুমরাহের ধকল সামলানোর পরামর্শ গম্ভীর ও আগরকরকে দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার ভার্নন ফিলান্ডার। তাঁর মতে, শুধু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নয়, সারা বছর ধরেই বুমরাহের চোটের দিকে নজর রাখতে হবে তাঁদের। সব ম্যাচে বুমরাহকে খেলানো যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খেলাতে হবে। বুমরাহকে বেশি দিন খেলাতে চাইলে সেই পথেই চলার পরামর্শ দিয়েছেন ফিলান্ডার।

আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি (এনসিএ)-তে রয়েছেন বুমরাহ। সেখানে তাঁর স্ক্যান এবং পর্যবেক্ষণ শেষ হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সামগ্রিক মেডিক্যাল রিপোর্ট পাওয়া যাবে। বোর্ডের চিকিৎসক দলের সঙ্গে আলোচনা করা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য বুমরাহকে আরও কিছু দিন এনসিএ-তে থাকতে বলা হয়েছে। চিকিৎসক দলের কাজ শেষ হয়ে গেলেই ভারতের দল পরিচালন সমিতিকে বুমরাহের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। মেডিক্যাল রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর ক্রাইস্টচার্চের যে চিকিৎসককে বুমরাহ দেখিয়েছেন, সেই রোয়ান শাউটেনের মতামতও নেওয়া হবে। জানুয়ারিতে বুমরাহের প্রথম স্ক্যানের সময়েও শাউটেনকে জানানো হয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত দল জানানোর সময় এগিয়ে আসছে। তাই বুমরাহকে নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভারতকে। নাগপুরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচের আগে অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছিলেন, স্ক্যান হয়ে গেলেই বুমরাহকে নিয়ে ধোঁয়াশা কেটে যাবে।

সঞ্জুর পাশে দাঁড়াতেই বিতর্ক!

প্রসঙ্গ সঞ্জু স্যামসাংকে সমর্থন। আর তা ঘিরেই বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন এস শ্রীসন্থ এবং কেরল ক্রিকেট সংস্থা (জ্ঙ্খঙ)। 'বচসা' এত দূর গড়াল যে বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের পেসারকে শোকজ নোটিস ধরায় কেসিএ! যা নিয়ে এবার পালটা আক্রমণ শানালেন শ্রীসন্থ।

বিষয়টা ঠিক কী? আসলে আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি সঞ্জু। ভালো পারফরম্যান্স সত্ত্বেও জাতীয় দলে বারবার ব্রাত্য তিনি। এমনকী বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে সঞ্জুকে বাদ দিয়েছিল কেরলও। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন শ্রীসন্থ। কিন্তু ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের পাশে দাঁড়াতেই তোপ দাগে কেসিএ।

সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সফল ক্রিকেটার হতে চায় ছোট্ট সন্দীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৯ ফেব্রুয়ারী ।। একজন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব বলেছিলেন যা ঘটছে সেটা বাস্তব নয়। যা ঘটা উচিৎ সেটাই বাস্তব। কল্যাণপুরের একটি ঘটনার সাথে যেন কথাগুলো মিলে যায় এক বিশেষভাবে সক্ষম স্কুলছাত্রকে কেন্দ্র করে। সময় যখন হটাৎ থমকে দাঁড়ায় তখন এই বিশেষভাবে সক্ষমরাই অনেক ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চমকে দেয়। এমনই এক উদাহরণ কল্যাণপুরের পূর্ব কুঞ্জবন গ্রাম পঞ্চায়েত এর মোকামবাড়ীর ষষ্ঠ শ্রেণীর পড়ুয়া সন্দীপ শীল।

ক্রিকেট খেলা নিয়ে তার স্বপ্ন আকাশ ছোঁয়া। একদিন সে বড় ক্রিকেটার হবে সেই আশায় বুক বেঁধে সে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি। জন্মের পর থেকেই তার একটি পা এবং বাম হাতের তিনটি আঙ্গুল নেই। সন্দীপ কুঞ্জবন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। তার মা রীনা রানী শীল প্রতিবেদককে জানালেন সন্দীপের বয়স যখন আড়াই বছর তখন তার একটি কৃত্রিম পা লাগানো হয়। সেই কৃত্রিম পা নিয়েই এই ছোট বয়সে সে ক্রিকেট খেলায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছে। ক্রিকেট খেলায় কল্যাণপুরে সবার নজর কেড়েছে সন্দীপ।

সন্দীপের তিন বছর বয়সের একটি ছোট বোন আছে। তার বাবা শ্যামল শীল গত সাত আট বছর ধরে অসুস্থ। সন্দীপের মা জানালেন রাজ্যের বাইরে ও শ্যামল বাবু কে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। কিন্তু রোগ ধরা ও পরেনি আর তিনি সুস্থও হননি। দিনকয়েক বাদে বাদেই শ্যামলবাবুর জ্বর আসে। ফলে তিনি কোন কাজ কর্ম করতে পারেন না। সংসার এর জোয়াল বইছেন সন্দীপের মা রীনা রানী শীল। তিনি পশুপালন দপ্তরে গ্রুপ ডি এর কাজ করেন বড় ময়দানে। সন্দীপের মা জানালেন স্বামীর চিকিৎসার পেছনে বহু টাকা খরচ হয়েছে। ডাক্তার এর পর ডাক্তার দেখাতে গিয়ে সন্দীপের স্বপ্নের দিকে তাকানোর ফুরসৎ ই হয়নি পরিবার এর।

কিন্তু এরপরেও সন্দীপ ক্রিকেটকে ধ্রুবতারা করে ময়দানে এগিয়ে গেছে। সন্দীপের এই কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে কল্যাণপুর এর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক হিমেন্দু বিকাশ পাল সন্দীপকে ক্রিকেট খেলার ব্যাট বল হেলমেট প্রদান করেন নিজের মাইনে থেকে। অদম্য ইচ্ছে শক্তি আসলে কোন কিছু কেই আটকে রাখতে পারে না।

সন্দীপের অদম্য ইচ্ছে শক্তি আর স্বপ্নের কাছে হার মেনেছে তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। সে মাঠে ছুটবেই। মারবেই ছয় চার। পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কুরিত করবে ক্রিকেট নিয়ে তার সুপ্ত বা উজ্জ্বল আশাকে। তার স্বপ্নকে স্বীকৃতি দিয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় এবং কল্যাণপুরের বিধায়ক

পিনাকী দাস চৌধুরী ও। খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর মাঠে মন্ত্রী এবং বিধায়ক সন্দীপকে সংবর্ধনা জানিয়ে খেলার সামগ্রী প্রদান করেন। সন্দীপের মা রীনা রানী শীল জানান এই খেলার জিনিস পেয়ে সন্দীপের খুশির যেনো শেষ নেই। সারাক্ষন সে তার নুতন ব্যাট বল নিয়েই মেতে আছে।

আজ উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট - কমাল কাপ ২০২৫ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি আনন্দিত। সুস্থ এবং শক্তিশালী যুবসমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ধরনের আয়োজন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজকে যে দুটি দল অংশগ্রহণ করে এ.বি স্টার এবং চুনতি ইলিভেন। এবি স্টার প্রথমে টসে জিতে চুনতি ইলেভেনকে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। চুনতি ইলিভেন ১৬ ওভারে ১৫৯ রান সংগ্রহ করে এবং এ বি স্টার ১৪ ওভারে ১৬০ রান করে জয়ের মুখ লাভ করে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এছাড়াও ছিলেন আমতলী রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ, টাটা প্রগ্রেসিভ অটো মোবাইলসএমডি সহ অন্যান্যরা। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও গোটা আয়োজনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

নাশকতার আগুনে পুড়ল রাবার বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি ।। নাশকতার আগুনে পুড়ল রাবার বাগান। শনিবার রাত আনুমানিক ১০ টা ৩০ নাগাদ ধর্মনগর মহকুমার ৫৭ যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর ৭ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অজিৎ দেবনাথের বাড়ির পাশে সাড়ে তিন কানির উপর জায়গায় বিশাল রাবার বাগানে আগুন লাগার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন এলাকাবাসীরা। অজিৎ দেবনাথ হলেন ৫৫ বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল নাথের ভাই। শাসক দলের বিধায়কের ভাইয়ের রাবার বাগানে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়েছে দুষ্কৃতীরা, এমনই অভিযোগ রয়েছে।

শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ অজিৎ দেবনাথের পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি দেখতে পান অজিৎ দেবনাথের রাবার বাগানে আগুন জ্বলছে। উনি আগুন দেখে চিৎকার শুরু করেন, আশপাশের লোকসহ অজিৎ দেবনাথ বাগানের ছুটে আসেন এবং দেখতে পান আগুন জ্বলছে উনার রাবার বাগানে। সঙ্গে সঙ্গে অজিৎ দেবনাথ এবং স্থানীয় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর দমকল অফিসে।

খবর পেয়ে ধর্মনগর দমকল অফিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে যায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালান। এদিকে রাবার বাগানের মালিক অজিৎ দেবনাথ অভিযোগ করে বলেন উনার পুরো বাগানে কেরোসিন ঢেলে রেখেছে। পুরো রাবার বাগান জুড়ে কেরোসিনের গন্ধ। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় মন্ডল সভাপতি কিরণ দেবনাথ এবং ৫৭যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়িকা মলিনা দেবনাথ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অজিৎ বাবু অভিযোগ করে বলেন ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের পরও উনার বাগানে আগুন দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটি নাশকতামূলক বলেই দাবি করেন অজিত দেবনাথ।

ঘরের দরজা ভেঙে বাইক নিয়ে পালালো চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি ।। এক মৎস্য ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বাইক চুরি করে পালালো চোরের দল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন বড়জলা এলাকায় এক মৎস্য ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে শনিবার গভীর রাতে বাইক চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। বাইক মালিকের নাম ইন্দ্রজিৎ সরকার।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, রবিবার সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান ওনার সংসার প্রতিপালন করা একমাত্র মাধ্যম মটর বাইকটি নেই। চোরের দল ঘরের দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে বাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। বাইকের মালিক রবিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দীর্ঘ খোঁজাখুঁজি করার পর বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এদিকে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযোগ হাতে পেয়ে বাইকটি উদ্ধার করতে মাঠে নেমে পড়ে। জানাযায় বিশ্রামগঞ্জ বিভিন্ন এলাকায় বর্তমানে ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট,হিরোইনের ব্যবসা রমরমা।এ সমস্ত নেশাজাতীয় সামগ্রী সেবন করে নেশা কারবারীরা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। প্রতিনিয়ত নেশার টাকার জোগাড় করতে এই সমস্ত চুরির ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন বাড়িঘরে। থালাবাসন থেকে শুরু করে রাবার সিট, বাড়ির মধ্যে যা কিছু পায় তাই চুরি করে নিয়ে যায়। প্রশাসনের কাছে এ সমস্ত নেশাগ্রস্ত চোরদের সনাক্ত করে তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নীলজ্যোতি ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান ২০২৪ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারী ।। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে প্রথমবারের মতো নীলজ্যোতি ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান ২০২৪ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন করলো আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব। আজ দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের মিলনায়তনে এক চোখ ধাঁধানো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রথম ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান প্রদান করলো আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব।

আজকের অনুষ্ঠানে রাজ্যের পাঁচজন বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান প্রদান করা হলো। মরণোত্তর সম্মান পেলেন দিলীপ সিং, ড. রুপেন ভৌমিক, ড. অরুণাভ রায়, সমীরণ চক্রবর্তী। এছাড়া সম্মান পেলেন রনজিত কুমার ভট্টাচার্য্য। মরণোত্তর সম্মান যাদের প্রদান করা হয় তাদের হয়ে তাদের পরিবারের সদস্যরা পুরস্কার গ্রহণ করেন।

এছাড়া গৌতম কর ভৌমিক স্মৃতি পুরস্কার পেলেন উমাশংকর ভট্টাচার্য্য এবং বিশ্বজিৎ শর্মা স্মৃতি পুরস্কার পেলেন প্রনব শীল।

পাশাপাশি বিশ্বকাপ জয়ী অনূর্ধ উনিশ ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টীমের কোচ শ্রাবনী দেবনাথ, ডেভিস কাপের ভারতীয় দলের সমন্বয়ক তথা কোর্ডিনেটর সুজিত রায়কে সসম্মনা প্রদান করা হয়।এদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সুভেন রাহা, যুব কল্যাণ ও কীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ, টিসিএ সভাপতি তপন লোধ, সচিব সুব্রত দে, প্রাক্তন ফুটবলার বিমল কুমার রায় চৌধুরী, সুব্রত দেববর্মণ,টি এফ এ সচিব অমিত চৌধুরী, বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক অলক ঘোষ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সচিব সন্তোষ গোপ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সুভেন রাহা,যুব কল্যাণ ও কীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ, টিসিএ সভাপতি তপন লোধ, বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক অলক ঘোষ প্রমুখ। এছাড়া স্মৃতিচারণা করেন ড. ইন্দ্রনীল ভৌমিক, রনজিত কুমার ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আয়োজিত হয় লাকি ড্র। মেসার্স লক্ষী ভান্ডার নিবেদিত এই লাকি ড্র এ মোট পাঁচজন পুরস্কার লাভ করে। প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন রাজ্যের অন্যতম সেরা মহিলা ক্রিকেটার সুরভি রায়। পুরস্কার বিতরণী করেন সুজিত রায়, মৌচৈতী দেবনাথ প্রমুখ। সমাপ্তি ভাষন দেন ক্লাব সভাপতি শান্তনু বনিক। গোটা অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন দুই সঞ্চালিকা মীনাক্ষী ঘোষ এবং নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নীলজোতি ট্রাভেলস, রাধাকৃষ্ণ জুয়েলার্স, মেসার্স লক্ষী ভান্ডার এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্লাব সচিব সন্তোষ গোপ।

আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর ক্ষতি প্রায় ২৫ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। গভীর রাতে কৈলাসহর রাঙ্গাউটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডে একটি বসতঘরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এই শনিবার রাত আনুমানিক ১২ টার সময় কৈলাসহর রাঙ্গাউটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আক্তার আলীর বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে প্রতিদিনের মতো গতকালও খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আকতার আলীর পরিবারের লোকজন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ করে রাত্র আনুমানিক বারোটার সময় দেখতে পান ঘরে আগুন। সাথে সাথে আক্তার আলীর পরিবারের লোকজন ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে চলে আসে। আকতার আলীর পরিবারের লোকজন ঘরের বাইরে এসে চিৎকার চেঁচামেচি করার পর পাড়া-প্রতিবেশী ছুটে আসেন। পাড়া-প্রতিবেশী এসে শত চেষ্টা করেও এই বসতঘরটি অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা করতে পারেননি। খবর দেওয়া হয় কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। কৈলাসহর থেকে ছুটে আসেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের এর কর্মীরা আসার আগেই বসত ঘরটি সম্পূর্ণ জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একান্ত সাক্ষাৎকারে রাঙ্গাউটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের পঞ্চায়েত নজরুল ইসলাম বলেন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমান ২৫ লক্ষ টাকা হবে। ঘরের মধ্যে ছিল একটি পালসার বাইক ও ফ্রিজ , টিভি ,খাট মোবাইল প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ অলংকার কাপড় সহ প্রচুর পরিমাণে জিনিসপত্র জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কৈলাসহর পুরাতন কালীবাড়ি কমিটির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ ফেব্রুয়ারি ।। কৈলাসহর পুরাতন কালীবাড়ি কমিটির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। কৈলাসহর পুরাতন কালীবাড়ি কমিটির উদ্যোগে এবং উনকোটি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় ৯ই ফেব্রুয়ারি এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। পুরসভার ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী একটি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে আয়োজিত এই শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা, সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। এই শিবিরে ১০০-এর বেশি মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করেন। শুধুমাত্র পুর এলাকার বাসিন্দারাই নয়, কুবঝার সহ আশপাশের এলাকা থেকেও অনেকে এই পরিষেবা গ্রহণ করেন।

পুরাতন কালীবাড়ির সম্পাদক নিলাঞ্জন দাস জানান, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। তিনি উনকোটি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান তাদের সহযোগিতার জন্য। স্বাস্থ্য শিবিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে এবং অনেকে এর প্রশংসা করেছেন। আয়োজকরা আশ্বাস দিয়েছেন, ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, যাতে আরও বেশি মানুষ উপকৃত হতে পারেন।

বক্সনগর সৎসঙ্গ কেন্দ্রে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৭তম জন্ম উৎসব অনুষ্ঠান ঘিরে ভক্তদের মধ্যে উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বক্সনগর কলসিমুড়াস্থিত, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের জন্ম মহোৎসব অনুষ্ঠান পালিত হয় শুভ ১৩৭ তম জন্ম উৎসব হিসেবে। ৯ই ফেব্রুয়ারি রবিবার ঊষা লগ্ন থেকে ঠাকুরের প্রার্থনা দিয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সারাদিন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয় আজকের এই মহৎ উৎসব।

শনিবার সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ সহ মহিলাদের দ্বারা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান, ঊষা কীর্তন সহ প্রভাতফেরি অনুষ্ঠিত হয়। ৫ টা ৫৪ মিনিটে প্রাতকালীন বিনীত প্রার্থনা। সকাল আটটা থেকে উৎসবের শুভ উদ্বোধন, ঠাকুরের বাণী ও সৎগ্রতাটি পাঠভক্তিমূলক সংগীত সহ রবিবার গোটা দিন বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ সোমবার, ১০ই ফেব্রুয়ারি' ২৫ সোমবার সর্ব ভারতীয় মহানাম সম্প্রদায়ের বর্তমান আচার্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী মহারাজজীর ৭৭তম শুভ জন্মদিন। এই উপলক্ষে বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে আয়োজিত সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি কামনা করি। জয় জগদ্বন্ধু হরি।জয় গুরুদেব।

বিনীত
শ্রী সুদীপ কুমার রায়
(সম্পাদক)
নি. ত্রি. মহানাম সেবক সংঘ

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৯ ফেব্রুয়ারি।। বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় এক বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার বিশালগড় নদীলাক এলাকায়। আহতের নাম শামসু মিয়া। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে দমকল কর্মীরা।

আহত বাইক চালক জানিয়েছেন টি আর ০১ - এন - ৫৫৯১ নম্বরের বাইক নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে দ্রুতগামী একটি বোলেরো গাড়ি এসে ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। ঘাতক বাইকটি পালিয়ে গেছে বলে জানা যায়।

বটতলায় নেশা সামগ্রী সহ তিন যুবক আটক

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি : গোপন খবরের ভিত্তিতে রাজধানীর বটতলা বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী সহ তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকদের নাম সহদেব দেবনাথ, অঙ্কিত দেব এবং সুমন ঘোষ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই তিন যুবক দীর্ঘদিন ধরে বটতলা হাওড়া মার্কেটের সামনে নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বটতলা ফাঁড়ি ও পশ্চিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরনিগমের ৩২ নং ওয়ার্ড পরির্দশনে মেয়র দীপক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার ৩২নং ওয়ার্ড এর অন্তর্গত টাউন প্রতাপগড় গীতামন্দির এলাকায় ড্রেন নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। গোটা এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মেয়র। পরিদর্শন শেষে মেয়র বলেন, গোটা এলাকাটি ঘুরে দেখেছেন তিনি।

এলাকায় জল নিষ্কাশনের সমস্যা রয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায় ড্রেনগুলি অকেজো অবস্থায় রয়েছে। ফলে এলাকায় জল নিষ্কাশনের জন্য কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সামনেই বর্ষার মরসুম। তার আগেই ড্রেনগুলি সংস্কারের মাধ্যমে এলাকার জল নিষ্কাশনি সমস্যা সমাধানের জন্য সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নগর উন্নয়ন দপ্তর, স্মার্ট সিটি এবং পূর্ত দপ্তর সবাই মিলে একসাথেই কাজ করে চলেছে।

খুব দ্রুত এলাকার সমস্যা গুলোর সমাধান হবে বলে এদের আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগছে কৃষ্ণপুর বিধানসভার গিরিবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি ।। পাহাড়ের গিরিবাসীদের পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারিভাবে কোন উদ্যোগ নেই। গিরিবাসীদের জলের সমস্যা সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ব্যাপক সংখ্যক জনজাতি এলাকা রয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষ বছরের প্রায় প্রতিটা সময় তীব্র জল কষ্টে ভুগতে থাকে। এখনো কৃষ্ণপুর বিধানসভার একটা বিরাট সংখ্যক জনজাতি রয়েছে, যারা পানীয় জল থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটা প্রয়োজনে জলের জন্য অপরিশোধিত উৎসের উপর নির্ভরশীল। এই এলাকা গুলোর মধ্যে নোনাছড়া এ.ডি সি ভিলেজের বিলাইহাম অন্যতম। এই এলাকার গিরিবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে কিছু জলের সাপ্লাই পয়েন্ট রয়েছে, কিন্তু তাও না থাকার মত। কারন সেগুলো এক দিকে যেমন যথেষ্ট নয় এর পাশাপাশি জলও থাকেনা বলে অভিযোগ। গাড়ি করে কিছু কিছু এলাকায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও তা নিয়মিত নয়। ফলে বাধ্য হয়ে কেউবা ছড়ার জল, কেউবা জমানো জল, আবার কেউবা পাথর চুয়ানো জলের উপর নির্ভর করে থাকছেন। ফলে স্বভাবতই বলা চলে, তাই এই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবি দাবি তুলেছেন জনগন।

ধর্মনগরে পথ দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু, আহত চার

ধর্মনগর, ৯ ফেব্রুয়ারি : আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ধর্মনগর দীঘলবাক লিঙ্ক রোডে। মৃতের নাম আব্দুল লতিফ এবং তিনি পূর্ব বটরসি এলাকার বাসিন্দা। এই দুর্ঘটনায় আরও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। রবিবার সকালে দীঘলবাক লিঙ্ক রোডে একটি দ্রুতগতির টমটম এবং একটি চার চাকার মালবাহী মিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas